৮৯১.৪৪১৭
সু. দে.

শ্রীসুরমকুমারী দেবী

ব্যথার বাঁশী

রচয়িত্রী—

শ্রীমতী সুরত কুমারী দেবী

প্রকাশক—

ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস্

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস্
২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৮—৩০০ শত।

প্রিণ্টার:—
শ্রীমন্মথনাথ দত্ত
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১।এ, রামকিশন দাস লেন,
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

কি দিব তোমারে প্রভু,
বল কি আছে আমার।
যাহা ছিল দিয়াছি ত
আছে শুধু অশ্রুহার॥

গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন

নির্জ্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে আমার এই 'ব্যথার বাঁশী' বাজিয়াছিল, সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহু দূরেই তাহা ধূলায় লুটাইত। কিন্তু আমার পুত্র শ্রীমান্ দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এবং স্নেহের অত্যাচারে আমাকে এই "ব্যথার বাঁশী" মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে হইল। যে সকল প্রতিভাবান্ কবি আজ বাঙ্গলার কাব্যাকাশ আলোকিত করিয়াছেন তাঁহাদের পাশে আমার এই 'ব্যথার বাঁশী' বোধ হয়, স্থান পাইবে না। তবে যদি এই বাঁশীর একটী গানও কাহাকেও তৃপ্ত করিতে পারে, তাহা হইলে নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিব। ইতি—

বর্দ্ধমান
বৈশাখ, ১৩৩৮

গ্রন্থকর্ত্রী—

সূচীপত্র

	উক্তি	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	যাহা মনে আসে লিখে যাই তাই,	"নিবেদন"	...	১
২।	চাঁদ মুখে সুধায় হাসি হাস,	"চাঁদমুখ"	...	২
।	গোপন ক'রে রাখব কত,	"ব্যথা"	...	২
৪।	আজ বরষায় খেলছ ভালো,	"নবজলধর শ্যাম"	...	৩
৫।	এত কি ভালবাস খেলিতে	"মনচোর"	...	৩
৬।	গান গেয়ে মন ভুল্‌ল না মা,	"কালীমাতা"	...	৪
৭।	নৃত্যকর মা, নৃত্যকালী,	"নৃত্যকালী"	...	৪
৮।	দিন ত যাবে মা শ্যামা	"শ্যামা"	...	৫
৯।	ক্ষমা দাও ক্ষেমঙ্করী, রণমাঝে	"শ্যামা ক্ষেমঙ্করী"	...	৫
১০।	নাচ মা হৃদয় মাঝে,	"শ্যামা মা"	...	৬
১১।	শমন তুমি কালের ভয়	"মায়ের কোল"	...	৬
১২।	সমর করে কেরে বামা,	"শ্যামা দিগম্বরী"	...	৭
১৩।	বাল্যের সে স্মৃতিগুলি এখন	"বাল্যস্মৃতি"	...	৭
১৪।	কে এসে মোহনবেশে দাঁড়াল	"বাঞ্ছিত"	...	৮
১৫।	সংসারে যাহারে বড় ভেবেছিলাম	"প্রশ্ন"	...	৮
১৬।	মাগো আর কাঁদায়ো না,	"আহ্বান"	...	৯
১৭।	এই কাঁচা ঘরে, খোঁটার জোরে	"ভগ্নগৃহ"	...	৯
১৮।	নিশার স্বপনে কাছে,	"নিশার স্বপন"	...	১০
১৯।	আর কি হেরিব সখি	"দেবতা"	...	১০

	উক্তি	বিষয়		পৃষ্ঠা
২০।	কখন মা দিবি দেখা,	"প্রতীক্ষায়"	...	১০
২১।	ভুলাতে পারবে না মা,	"খেলা"	...	১১
২২।	কত আর লুকোচুরি খেল্‌বে	"হরি"	...	১১
২৩।	কি দেখিলাম নিশি স্বপনে।	"নয়নতারা"	...	১২
২৪।	চিনিতে নারিলাম ঘুম ঘোরে।	"সখা"	...	১২
২৫।	"চোখ গেল" বলে পাখী,	"চোখ গেল পাখী"	...	১৩
২৬।	কে বলে তোমায় ছাড়ে,	"বিশ্বনাথ"	...	১৩
২৭।	আমি গান বেঁধে মন	"কামনা"	...	১৪
২৮।	এলি কি, এলি কি উমা,	"উমার আগমন"	...	১৪
২৯।	ভয়েতে হয়েছি সারা,	"ভয়হরা"	...	১৫
৩০।	এমন দিন কি মনে তুমি করেছ,	"দেব"	...	১৬
৩১।	কি গান গাহিব বল,	"মনের গতি"	...	১৬
৩২।	এস মা হাস্যময়ি !	"মার লীলা"	...	১৬
৩৩।	এস মা হৃদয়ে এস, ক'র না ক'র না	"জগজ্জননী"	...	১৭
৩৪।	মনে মনে মন প্রসূনে মালা	"বন্দনা"	...	১৭
৩৫।	ভুবন মোহন রূপ যে তোমার	"ভুবন মোহন রূপ"	...	১৮
৩৬।	করিলাম কত যে সাধন,	"ব্যর্থ পূজা"	...	১৯
৩৭।	কঠিন আদেশ প্রভু পালিব বল	"প্রিয় বিয়োগে"	...	১৯
৩৮।	শূন্য হৃদি পূর্ণ করি এস এস	"জ্যোতির্ম্ময়"	...	২০
৩৯।	চল মন যাই পারেতে,	"পরপারের ডাক"	...	২০
৪০।	পাখী উড়ে গেছে যমুনারি পার	"বিরহিনী রাধা"	...	২১
৪১।	সে দিনের সেই কথা,	"করুণ আঁখি"	...	২২
৪২।	এস মা আমার বাসে	"জানকী"	...	২২

	উক্তি	বিষয়		পৃষ্ঠা
৪৩।	কি নাম এনেছে গোরা নদীয়ায়	"গোরাচাঁদ"	...	২৩
৪৪।	বিনিদ্র নয়নে, সারাটী রজনী,	"গোপার প্রতি"	...	২৪
৪৫।	যায় গো আমার প্রাণের নিমাই	"নিমাই সন্ন্যাসী"	...	২৪
৪৬।	উঠ উঠ মাগো উঠ বিষ্ণুপ্রিয়া,	"চৈতন্যদেব"	...	২৫
৪৭।	কাঁদ কাঁদ আজি ওগো শচী মাতা	"চৈতন্যের সন্ন্যাস"	...	২৬
৪৮।	কি মধুর হরিনাম	"নিমাইয়ের ডাক"	...	২৭
৪৯।	আর মায়ায় ফেলনা মহামায়া।	"মায়াময়ী"	...	২৭
৫০।	আয় লো আয় বরণডালা,	"ভোলানাথ"	...	২৭
৫১।	বাবা আমার পাগল ভোলা,	"পাগল ভোলা"	...	২৮
৫২।	কি আনন্দ হ'ল আজি,	"উমার সমাগমে"	...	২৯
৫৩।	উমা ধনে কবে আনিবে,	"উমার বিরহে"	...	২৯
৫৪।	আমার হৃদি বৃন্দাবনে,	"নন্দ দুলাল"	...	২৯
৫৫।	ভেবনা ভুলেছি রাধে,	"শ্রীকৃষ্ণের উত্তর"	...	৩০
৫৬।	আয়রে কোলে প্রাণের গোপাল	"যশোদার গোপাল"		৩০
৫৭।	ব্রজে একবার যাও হে	"কৃষ্ণের বাল্যস্মৃতি"	...	৩১
৫৮।	আজ আমার শ্যামা মা,	"নটবরশ্যাম"	...	৩২
৫৯।	রাখিতে রাধার মান,	"শ্যামারূপ শ্যাম"	...	৩৩
৬০।	এসেছে দোললীলা,	"দোল"	...	৩৩
৬১।	আজকে হোলি খেলব হরি,	"হরির দোল খেলা"		৩৪
৬২।	এস শ্যাম, সাজাই রাধা,	"রাধানাথের রাধাবেশ"		৩৪
৬৩।	ব্রজেশ্বর বিনা যে আজ,	"আঁধার বৃন্দাবনপুরী"		৩৫
৬৪।	আজি বাজাতে গেলাম বাঁশী,	"রাধানাথের বাঁশী"	...	৩৫
৬৫।	বৃন্দাবনের ধূলাখেলা,	"রাখাল বালকের উক্তি"		৩৬

	উক্তি	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৬।	কি পরিচয় দিব, ওহে হরি,	"রাখালের নিবেদন"	৩৬
৬৭।	কেন আর, নিবান শোক	"কৃষ্ণের শোক" ...	৩৭
৬৮।	আর কি এ বৃন্দাবনে,	"রাখাল বালকগণের শোক"	৩৭
৬৯।	তোমার তরে আসনখানি,	"প্রাণনাথ" ...	৩৮
৭০।	সখিরে ! কি রূপ দেখিলাম	"শ্রীকৃষ্ণ" ...	৩৮
৭১।	দেগো দে সাজিয়ে মোরে,	"যোগিনী রাধা" ...	৩৮
৭২।	আজি ফুল সাঝে সাজাইব,	"রাধা" ...	৩৯
৭৩।	স্বাগত ! অতিথি আজি লও মম	"রাধার উপহার" ...	৩৯
৭৪।	হরি দরশনে আজি, কেন গো	"রাধার অভিসার" ...	৪০
৭৫।	কেন গো জাগালি সখি,	"রাধার স্বপন" ...	৪০
৭৬।	বড় সাধে তরীখানি, ভাসায়ে	"রাধাতরী" ...	৪১
৭৭।	কৃষ্ণ অদর্শনে প্রাণ,	"কৃষ্ণপ্রিয়ার বিরহ"	৪১
৭৮।	বৈশাখে বিষম বড়,	"রাধিকার শোক গাথা"	৪২
৭৯।	জাগিয়া যামিনী, বসি একাকিনী	"নিঠুর কালা" ...	৪৩
৮০।	তোরা ফুল তুলে আর,	"শ্যাম গেল মথুরায়"	৪৩
৮১।	এস শ্যাম খেলাই পাশা,	"গোপিকার পাশাখেলা"	৪৪
৮২।	বড় আশা করে তোমারি	"শ্রীচরণ" ...	৪৫
৮৩।	হ'ল না পূজা সমাপন।	"ছিন্নহার" ...	৪৫
৮৪।	বরষ চলিয়া গেল,	"বর্ষ বিদায়" ...	৪৬
৮৫।	শূন্য হৃদয় পূর্ণ কি আর হবে না	"শূন্য হৃদয়" ...	৪৬
৮৬।	সুখ দুঃখ মনের বিকার,	"মনের বিকার" ...	৪৭
৮৭।	দেহ বড় ভার হয়েছে,	"জীর্ণ মন্দির" ...	৪৭
৮৮।	ছাড়ব না, চরণ দুটী	"চরণাগতা" ...	৪৭

	উক্তি	বিষয়		পৃষ্ঠা
৮৯।	কেমনে যাব ফিরে, একূলা ঘরে	"পথের আলো"	...	৪৮
৯০।	তোমার রূপে আমায়	"পাগলিনী"	...	৪৮
৯১।	পূজা যে সাঙ্গ হ'ল না।	"বিফল পূজা"	...	৪৯
৯২।	ভক্তের লাগি ত্যাগী,	"ভক্তের হরি"	...	৫০
৯৩।	আজি বড় শ্রান্ত দেহে এসেছি	"পথশ্রান্তা"	...	৫০
৯৪।	কেন মা দেখ্‌ছি কেন,	"পতিহারা"	...	৫১
৯৫।	কি নামে ডাকব তোমায়,	"বিশ্বরূপ"	...	৫১
৯৬।	দেখ্‌তে যে পারি না আর,	"অভাগিনী বালা"	...	৫২
৯৭।	কত আর আসা যাওয়া	"মায়ার খেলা"	...	৫২
৯৮।	তুমি কি আমার পূজা	"ব্যথার পূজা"	...	৫৩
৯৯।	হ'ল না পারে যাওয়া,	"পারের কড়ি"	...	৫৩
১০০।	আমার এ ক্ষুদ্র তরী,	"মনতরী"	...	৫৪
১০১।	আজ্‌কে আমার গাঁথা মালা,	"ব্যর্থ মালা"	...	৫৪
১০২।	আজি আকাশে বাতাসে,	"অমৃত পরশ"	...	৫৫
১০৩।	কেন তবে এসেছিলে।	"প্রিয় বিরহ"	...	৫৫
১০৪।	গেল গো গেল, আমার বীণার	"মনের বীণা"	...	৫৬
১০৫।	ওগো দেবতা আমার !	"দেবতা আমার"	...	৫৭
১০৬।	দিও না দিও না, ব্যথা মনে।	"ক্ষমা ভিখারী"	...	৫৭
১০৭।	আজকে সবাই, দাও গো বিদায়	"মুক্ত বন্ধন"	...	৫৮
১০৮।	পূজিতে গেলাম পদ,	"শ্রীপদ সেবা"	...	৫৯
১০৯।	পূজিতে গেলাম চরণ, কেন	"পূজার ফুল"	...	৫৯
১১০।	বনের ফুলে নয়ন জলে,	"কাঙ্গালের হরি"	...	৬০
১১১।	কার আগমণে আজি, প্রকৃতি	"মধু মিলন"	...	৬০

	উক্তি	বিষয়		পৃষ্ঠা
১১২।	আজকে যে মা পড়ে মনে,	"সোনার শৈশব"	...	৬১
১১৩।	স্বর্গের নন্দন বনে	"ভাঙ্গা তরী"	...	৬২
১১৪।	স্নেহময়ি ! জননি ! গো,	"স্নেহময়ী মা"	...	৬২
১১৫।	রাখিতে নারিলাম তারে ধরিয়া	"প্রাণপাখী"	...	৬৩
১১৬।	এই যে আমার বারাণসী	"মোর বারাণসী"	...	৬৪
১১৭।	বাল্যের সে দিনগুলি,	"বাল্য খেলা"	...	৬৪
১১৮।	সে যে কতদিন হ'ল,	"তিরোধান"	...	৬৫
১১৯।	এ ধরার নহে সে যে,	"স্বর্গচ্যুত ফুল"	...	৬৫
১২০।	এই জগৎটা সব ভোজের	"ভোজ বাজী"	...	৬৬
১২১।	কেমনে যাইবে বল ছাড়িয়ে।	"অন্তর্য্যামী"	...	৬৭
১২২।	বহু যতনের এই সঞ্চিত	"অর্ঘ্য"	...	৬৮
১২৩।	ওগো, ও নটমণি,	"জীবন-নাট্য"	...	৬৮
১২৪।	স্বর্গের নন্দন বনে	"পারিজাত"	...	৬৮
১২৫।	ভক্তি ডোরে বাঁধ হরি,	"ভক্তিডোর"	...	৬৯
১২৬।	মনটী ছিল তার অতি নির্ম্মল,	"পাগল"	...	৬৯
১২৭।	কমল চরণ দুটী, দাও দয়াময়।	"হরিনাম"	...	৭০
১২৮।	হারানিধি ফিরে যদি,	"হারানিধি"	...	৭২
১২৯।	এখন রয়েছি কেন আর।	"প্রাণের বেদনা"	...	৭২
১৩০।	বিদায় লইতে প্রিয়ে,	"উর্ম্মিলার প্রতি লক্ষ্মণ"		৭৩
১৩১।	কি ল'য়ে থাকিব আমি,	"সীতার বিলাপ"	...	৭৩
১৩২।	যাও হে তব জনক	সীতার প্রতি রামের সান্ত্বনা"		৭৪
১৩৩।	উঠ গো হৃদয়রাণি !	"রামের প্রেম সম্ভাষণ"		৭৪
১৩৪।	হায় ! বিধি এত দুঃখ	"সীতার আক্ষেপ"	...	৭৫

	উক্তি	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৩৫।	একবার এসে দেখ প্রভু,	"সীতার আহ্বান"	...	৭৫
১৩৬।	ওগো দেবী, সোনার সীতা	"রামের মিনতি"	...	৭৬
১৩৭।	আজকে আমায় যেতে হবে,	"শেষ যাত্রা"	...	৭৬
১৩৮।	ওগো দেবতা আমার !	"জীবন স্বামী"	...	৭৭
১৩৯।	কি যে সে নয়নে ছিল,	"হারান রতন"	...	৭৭
১৪০।	ক্ষুদ্র সে যে কুটীর খানি,	"নষ্টনীড়"	...	৭৮
১৪১।	কথা গেঁথে গেঁথে,	"প্রাণের অঞ্জলি"	...	৭৯
১৪২।	কি সুধা ঝরিত মরি	"প্রিয়মুখ"	...	৮০
১৪৩।	এত যে যতনে বাঁধিলাব ঘর,	"ভগ্নহৃদয়"	...	৮০
১৪৪।	আপনার মনে, বসি নিরজনে	"মনের পরশ"	...	৮১
১৪৫।	বড় সাধে সংসারেতে,	"খেলাঘর"	...	৮১
১৪৬।	স্নেহময়ী মা, কোথা গেলে আজ	"স্নেহময়ী জননী"	...	৮২
১৪৭।	যাব না আর তীর্থ বাসে,	"মানস তীর্থ"	...	৮৩
১৪৮।	বড় যে নিঝুম রাত্তি,	"দয়াভিক্ষা"	...	৮৩
১৪৯।	সে যে স্বরগের ফুল,	"অনাঘ্রাত ফুল"	...	৮৪
১৫০।	এসেছি জনম ভূমি	"জন্মভূমি দর্শন"	...	৮৪
১৫১।	বাজিছে বাজনা রাজ প্রাসাদে	"বৈষম্য"	...	৮৫
১৫২।	নিশিতে নিস্তব্ধ কিবা,	"গিরিরাজ"	...	৮৫
১৫৩।	আমার মা বলা সাধ	"মাতৃহারা"	...	৮৬
১৫৪।	আর কেন গো মহামায়া,	"নির্ব্বেদ"	...	৮৬
১৫৫।	আশা মরীচিকা ভ্রমে ভু'লনা মন	"আশার ছলনা"	...	৮৭
১৬৬।	মাগো বাজে নাকি তোমার	"হৃদয় বেদনা"	...	৮৭
১৫৭।	হরিপদ সার কর মন,	"বাসনা"	...	৮৭

উক্তি	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৫৮। মধুমাখা শিশুকাল,	"শৈশব"	...	৮৮
১৫৯। হরি আমায় সঙ্গে লও তোমার॥	"মায়াময় সংসার"	...	৮৮
১৬০। বিচারে পাবে না কভু	"নারায়ণ দরশন"	...	৮৯
১৬১। কেন গো আনন্দময়ি,	"শান্তি"	...	৯০
১৬২। যা'র হৃদয় কন্দরে সদাই	"মর্ম্মব্যথা"	...	৯০

ব্যথার বাঁশী

(১)

"নিবেদন"

যাহা মনে আসে লিখে যাই তাই,
ধরিও না কেহ ছল।
লিখার সহিতে আছে যে মিশায়ে
আমার নয়ন জল॥
মনে হয় যদি, লেখার বাঁধনে,
ধরিতে পারি গো সে রাঙ্গা চরণে,
হইবে প্রাণ শীতল।
ভাবি মনে কথা, বলা হল মোর,
সুখ পাই প্রাণে ভরে এ অন্তর
মনে হয় বুঝি দেখা গো হল॥

(২)

"চাঁদমুখ"

চাঁদ মুখে সুধার হাসি হাস,
একবার দেখে যাই।
কি জানি আর এ জীবনে,
দেখা যদি নাহি পাই॥
যাব বহু দূরে চলে,
শেষ কথাটি যাই বলে,
ডাকব যখন কাতর প্রাণে,
যেন ও রূপ দেখ্‌তে পাই॥
জানি না কোথায় থাক,
বিপদে তুমি ত রাখ,
সাহসে বাঁধিয়া বুক,
বলিতে এসেছি তাই॥

(৩)

"ব্যথা"

গোপন ক'রে রাখব কত, বাড়ছে তাহে হৃদয় ক্ষত।
মনের ভ্রমে মরুভূমে, আশায় পড়ে হলাম হত॥
ফুটে যে গো বল্‌তে নারি, বেদনা ভরা রহে।
বিনিময়ে কি বা পেলাম, নয়নধারা সদাই বহে॥

আশায় হ'য়ে, আশাহত, নীরব রহিব কত,
জানি না আসবে কবে সে দিন,
যে দিন সুখী হব সেই প্রবাহে।
যাঁহার দানে, মনে মনে অনুমান করেছি প্রাণে,
সুখে দুঃখে এ জীবনে সে পদে যেন মন রহে ॥

(৪)

"নবজলধর শ্যাম"

আজ বরষায় খেলছ ভালো, হে জলধর জল মাখিয়ে।
খেলছ ভাল জলের খেলা, সঙ্গিনী সব সঙ্গে নিয়ে ॥
যা খেল হে, তাই কি ভাল, দেখি হে, দেখি বসিয়ে।
হাতে লয়ে সেই বাঁশিটী, দাঁড়াও দেখি, বাঁকা হ'য়ে ॥
দেখি হে দেখি, দেখি, তন্ময় ভাবেতে থাকি,
তোমার রূপে যাই হে মিশে, তোমার রূপে যাই মজিয়ে ॥

(৫)

"মনচোর"

এত কি ভালবাস খেলিতে লুকোচুরি।
এই দেখা দাও মূর্ত্তি ধরি, ক্ষণপরে যাও হে সরি ॥
হৃদিপদ্ম আলো করি, দেখি হে নয়ন ভরি।
খেল্‌তে জান কতই খেলা, দেখাও গোচারণ মেলা।
আবার আলো করো কদমতলা, বামে লয়ে কিশোরী।
যশোদারে ভুলাও ছলে, হয়ে কত শিশু ছেলে,
ক্ষীর সর খেতে দিলে, না খেয়ে কর চুরি ॥

(৬)

"কালীমাতা"

গান গেয়ে মন ভুল্‌ল না মা, দিতে হবে ঐ চরণ।
করি কত আকিঞ্চন পাব বলে দরশন,
তুমি যে দাও মা দেখা থাকিয়া কত গোপন ॥
তোমার ঐ খেলার ছলে, ভোলানাথকে ভুলিয়ে দিলে,
তাই নিজ বক্ষস্থলে রেখেছে মা ঐ চরণ।
আমারে বঞ্চিত ক'রে, কেন মা দিলি হরে
ঘরের ধন রাখ্‌লি ঘরে, আমারে হ'য়ে কৃপণ ॥

(৭)

"নৃত্যকালী"

নৃত্য কর মা, নৃত্যকালী, আমার হৃদয় মাঝে।
নয়ন মুদে দেখি নাচন, নাচ যে তোমার বড় সাজে ॥
কি ছাঁদে নাচিতে জান, আনন্দে হ'য়ে মগন,
আপনি মজি মজাও নরে, নাচি শিবের বক্ষমাঝে।
পারব কি ধরিতে তোরে, ধরব তোমায়, তোমার জোরে,
এস মা নাচিয়া এস, আমার হৃদয় মাঝে ॥

(৮)

"শ্যামা"

দিন ত যাবে মা শ্যামা সুখে দুঃখে কোনরূপে।
তবে ডাক্‌ব কেন মা বলিয়ে তুমি যদি নীরব রবে ॥
দিনে রাতে সন্ধ্যা প্রাতে, শুনেছি মা ঐ নামেতে,
ভয় পেয়ে ভয় পলায় দূরে, যদি তোমার নাম জপে।
বলে দে মা সে কৌশল, যাহাতে মা হয় কুশল,
মন থাকে ঐ চরণে, ডুবি না মা মায়া কূপে ॥
জানি না মা ধ্যান ধারণা, কিসে করি উপাসনা,
মন বাসনা শবাসনা, মন যেন নামেতে ডুবে ॥

(৯)

"শ্যামা ক্ষেমঙ্করী"

ক্ষমা দাও ক্ষেমঙ্করী, রণমাঝে আর নেচনা।
তোমার ও পদভরে, ভোলা বুঝি আর বাঁচে না ॥
কি হাসি খল খল, ধরা যে টলমল,
কাঁপিছে রিপুদল, মা গো মা আর নেচনা।
দেখি মা একি বেশ, লাজের যে নাই মা লেশ,
শিবের বুকে কেন চরণ, ভাব যে কিছু বুঝি না ॥
বড় যে পেয়েছি ভয়, দে মা দে অভয়,
ডাকিলে দিও দেখা, চরণ ছাড়া কোরো না ॥

(১০)

"শ্যামা মা"

নাচ মা হৃদয় মাঝে, আনন্দে আনন্দময়ী,
তোমার ও নাচের সীমা, পাই না যে মা,
কিসে যে আছ মজিয়ে।
কেন, মা চিরকাল, নাচ কালি,
দেখি আমি মুগ্ধ হয়ে ॥
নাচের না অন্ত পেয়ে, পড়েছেন পদে শুয়ে,
ভোলানাথ সার বুঝিয়ে।
আমার হৃদে নাচ শ্যামা,
বড় সাধ দেখিব মা, নাচ গো আনন্দময়ী ॥

(১১)

"মায়ের কোল"

শমন তুমি কালের ভয় দেখাও কেন মিছে।
কালের কাল মহাকাল বাঁধা মায়ের কাছে ॥
মৃত্যুঞ্জয়ের নাম লয়ে, মৃত্যুরে তাড়ায়ে দিয়ে,
ঐ যুগল চরণ ধরব যখন, তুমি সরে যাবে পিছে ॥
মরণে মোর ভয় কি আছে, মা আমার সহায় আছে,
সে দিনে যতনে মা যে, টেনে লবে কাছে।
কি ভয় দেখাও মিছে ॥

(১২)

"শ্যামা দিগম্বরী"

সমর করে কেরেঁ বামা, সমর করে কে ?
হয়ে উন্মাদিনী উলঙ্গিনী অসি ধরেছে ॥
একি দেখি পদতলে, শিব পড়েছেন শবছলে,
দনুজ দলনী মা যে রণে মেতেছে ॥
ক্ষমা দে মা ক্ষেমঙ্করী, দেখে যে মা ভয়ে মরি,
আর নেব না রণে মাগো, পদে স্থান দে ॥

(১৩)

"বাল্যস্মৃতি"

বাল্যের সে স্মৃতিগুলি এখন জাগিছে মনে,
সেই সখা সখিগণ, মধুর সে কি মিলন,
খেলিতাম কত আনন্দে কত দূর দূর বনে ॥
খেলিতাম লুকোচুরি, ফাঁকি দিতে,
পড়তাম ফাঁকি, তখনি সুমুখে আসি,
পড়িতাম চোরা নয়নে।
আর কি সেদিন পাব, তেমনি খেলিতে যাব,
সেই ছবিটী আজ যে ভাই, পড়েরে মনে ॥

(১৪)

"বাঞ্ছিত"

কে এসে মোহনবেশে দাঁড়াল দুয়ারে মোর !
আধ ঘুম, আধ জাগা, নয়ন মেলিতে নারি,
এমন করে কে আসিয়া এ মন করিল চুরি ॥
ধরিতে হাত বাড়ায়ে দেখি যে হৃদয়ে মোর,
স্বপনে নিশাকালে, রাখিব দুয়ার খুলে,
দিও দিও এমনি দেখা, এমনি করে আলো কর।
আঁধারে পথ হারায়ে, থাকিব কত বসিয়ে.
আমারে পথ দেখায়ে লয়ে চল তোমার ঘর ॥

(১৫)

"প্রশ্ন"

সংসারে যাহারে বড় ভেবেছিলাম আপনার ।
সব মন প্রাণ ঢালি সঁপে দিলাম পদে যার ॥
সে কেন নিদয় হ'য়ে, গেল গো ফেলে চলিয়ে,
কার মুখ চেয়ে বল, থাকিব সংসারে আর ॥
কে মোরে বাসিবে ভাল, সুধাইব কারে বল,
সুখ দুঃখ নিবেদিব, ঘুচাব যাতনা ভার ॥

(১৬)

"আহ্বান"

মাগো আর কাঁদায়ো না, যেও না ফাঁকি দিয়ে,
আমি যে তোমার আশে, নিশিতে জাগি বসে,
ধর মা ধর এসে, যাব মা চল লয়ে।
কতদিন তোমা হারা, আর করনা সঙ্গ ছাড়া,
মা হ'য়ে কেমন করে, বল মা আছ ভুলিয়ে ॥
কেঁদে বেড়াই পথে পথে, কেন মা লও না সাথে,
মরি মা সদা ভয়েতে, কেন মা না লও আসিয়ে।
ভয় পেয়ে ডাকি মা তোরে, "মা" বলে, উচ্চৈঃস্বরে,
ভয় ঘুচাও কাছে আসিয়ে ॥

(১৭)

"ভগ্নগৃহ"

এই কাঁচা ঘরে, খোঁটার জোরে রাখ্‌ব কত আর।
বান বাদলে ঝঞ্ঝাবাতে, রাখা যে গো হল ভার ॥
একটী যদি বন্ধ করি, আসিলে প্রবল বারি,
থাকে না সে কোনরূপে, আল্‌গা যে বাঁধন তার।
যতই ধরি আঁকাড়ে, ঝড়েতে সে যায় গো উড়ে,
প্রাণপণে উঠে পড়ে, যতন কত করি তার ॥
তবু সে থাকে না বসে, আমারে সে উপহাসে,
জলের বেগে, যায় সে ভেসে, রাখ্‌তে নাহি পারি আর ॥

(১৮)

"নিশার স্বপন"

নিশার স্বপনে কাছে, সে যে গো আসিয়াছিল।
কাণে কাণে সঙ্গোপনে, কত কথা কয়ে গেল ॥
ছিলাম প্রতীক্ষা করি, ঘুমঘোরে বিভাবরী,
নিশা অবসান কালে, ত্বরিতে নিকটে এল ॥
দেখিয়া বাঞ্ছিত ধনে, ধরিয়ে কত যতনে,
জানালাম কত চরণে, নয়ন জলে,
বেদনা জানালাম কত, ধরি সে চরণতল,
নিশার স্বপনে কাছে, সে যে গো আসিয়াছিল ॥

(১৯)

"দেবতা"

আর কি হেরিব সখী, দেব প্রতিমাখানি।
সে মূরতি নিশিদিনে, গড়িতাম মনে মনে,
কভু কি দেখিব আর, মানস প্রতিমাখানি ॥

(২০)

"প্রতীক্ষায়"

কখন মা দিবি দেখা, পথ চেয়ে যে আছি বসে।
শুনি মা সকল কাজে, সকল সাজে আছ তুমি,
আমার এ অন্ধ নয়ন ফুটিয়ে দেনা কাছে এসে ॥

সারা সকাল, সন্ধ্যা বেলা, আছি চেয়ে পথ পানে,
তুমি কি আছ ভুলে, আমায় কি হয়না মনে।
পাব বলে দরশন, নয়ন মেলে থাকি বসে ॥

(২১)

"খেলা"

ভুলাতে পারবে না মা, দিয়ে সকল লাল খেলনা।
ঐ যে রাঙ্গাচরণ দুটী, ও'র কাছে এর নয় তুলনা ॥
খেলিব তাই নিয়ে মা, দাও আমারে সরাইও না।
চিরদিন খেলাঘরে, খেলা করে তবু ত সাধ মেটেনা ॥
তাই বলি, আমার খেলি যারা ছিল,
তারা যে মা আর খেলেনা।
তারা সব তোমার কাছে, কত সোহাগে আছে,
আমি যাই যদি পাছে, সরে যায় কাছে আসেনা ॥
খেল্‌ব মা তোমার সনে হরিষ মনে,
আর তোমারে ছাড়িব না ॥

(২২)

"হরি"

কত আর লুকোচুরি খেল্‌বে হরি, আমার সনে।
আমি যে দেখ্‌ছি তোমায় কি ঘুমে, কি জাগরণে ॥
সকলে আছ তুমি, ছেয়ে এই বিশ্বভূমি,
যে দিকে চাই হে আমি, আকাশে, বাতাসে, সমীরণে।
তোমার আজ্ঞা বলে, সব যে চলে, যা বল যাকে যেখানে ॥

লুকাবে কেমন করে, বঞ্চনা করি আমারে,
সবে যে তোমার ছায়া দেখি হে, যা আছে যেখানে।
জাগিয়া ঘুমায়ে দেখি, কোথায় আর হবে লুকি,
রূপের যে নাই হে সীমা, বিশ্বময় এ ভুবনে॥

(২৩)

"নয়নতারা"

কি দেখিলাম নিশি স্বপনে।
জাগিয়া সারাটি নিশি, আমার শিয়রে বসি,
কে যেন কহিছে কথা অতি গোপনে॥
দেখে তারে মনে হ'ল, সে যেন আমারি ছিল,
দেখিলাম স্নেহ মাখা সেই দুটী নয়নে।
স্বপনে ঘুমের ঘোরে, ধরিতে গেলাম তারে,
পরশিতে নারিলাম চরণে॥
আজি আঁধার দেখি গো ধরা, হৃদিতারা বিহনে।
আর না উদিবে কভু আমার এ জীবনে॥

(২৪)

"সখা"

চিনিতে নারিলাম ঘুম ঘোরে।
কেন করিলে ছলনা, কেন হে ধরা দিলে না,
জাগিয়া কাঁদাবে বলে, তাই কি হে গেলে সরে॥

চিরদিনের বন্ধু হ'য়ে, কোথা থাকিবে লুকায়ে,
ধরিব যেখানে থাক, আনিব ঘরে।
তুমি ত মোর নও হে পর, এ যে তোমার খেলাঘর,
এ ঘর ছেড়ে যাবে কোথা, কোথা যাবে কার ঘরে,
তোমায় আনিব ধরে॥

(২৫)

"চোখ গেল পাখী"

"চোখ গেল" বলে পাখী, কেন কর ডাকাডাকি,
কি দেখি বেদনা পাও এত।
এ পৃথিবী এত আলো, কিছু কি লাগে না ভালো
এ নহে কি তব মনোমত॥
কি চাহি ফের গো তুমি, বল গো শুধাই আমি,
যা চাহ তাহা কি তুমি, পাও নাই খুঁজে ?
তাই কি কাতর প্রাণে, কাঁদি ফের এ ভুবনে,
পাও নাই তারে কি গো এই বিশ্ব মাঝে॥

(২৬)

"বিশ্বনাথ"

কে বল তোমায় ছাড়ে, তুমি যে জগৎ জুড়ে,
তোমার ছাড়া আমি নাই,
তোমাতে সব যে গাঁথা, যেমনি আছে যেথা,
থাকবে কোথা তোমা বই।

ক্ষণেক দাও হে দেখা, প্রাণসখা,
সদা যে লুকোচুরি, তোমার সাধের খেলা ঐ ॥
খেল্‌তে বড় ভালবাস, খেলাতে কাছে এস,
আমারে সঙ্গে রাখ, খেলার সাথী হয়ে রই।
খেল্‌ব না ধূলো খেলা, মাখিব চরণ ধূলা,
চরণ ছায়ে থাক্‌ব শুয়ে, হয়ে যাব বিশ্বজয়ী ॥

(২৭)

"কামনা"

আমি গান বেঁধে মন ভুলাইতে করি কত আকিঞ্চন,
মনের যে মস্ত আশা, শোনে না সে এ বাঁধন।
মন আমার নিতি নিতি, চাহে সদা ইটী উটী,
করি যে কত মিনতি বলিয়ে মিষ্ট বচন ॥
সে চায় সদা সুখরাশি, চাহে নূতন, চায়না বাসী,
ভিখারী পাব কোথা, দিতে তারে মনের মতন।
যা পাই করম ফেরে, নিতে বলি আদর ক'রে,
মন অমনি বসে ঘুরে, আমায় বলে কুবচন ॥

(২৮)

"উমার আগমন"

এলি কি, এলি কি উমা,
আয় মা দেখি কাছে সরে।

ভুলিয়ে কেমনে মাকে
ছিলি সে কৈলাসপুরে ॥
আয় মা দেখি নয়ন ভরে,
পাষাণের মেয়ে বলে,
তাই মা ছিলি গো ভুলে,
সদা যে নয়ন জলে,
গেছে দিবা বিভাবরী ॥
প্রতিদিন রজনী শেষে,
আছ মা শিয়রে বসে,
নিদ্রা ভঙ্গে উঠে যে মা,
দেখিতাম শূন্য ঘরে।
কত দিন দেখি নাই মাগো,
দেখি আজ নয়ন ভরে ॥

(২৯)

"ভয়হরা"

ভয়েতে হইয়াছি সারা, ভয় ঘুচা মা ভয়হরা।
পড়েছি মা ঘোর বিপদে, রাখ মা ও রাঙ্গা পদে,
বিপদ নাশিনী জানি, তাই মা ডাকি কাতরা,
বল মা আর কোথা যাব, কার কাছে চাহিলে পাব,
তুমি বিনা কে রাখিবে, দাতা কেহ নয় যে তারা ॥

(৩০)

"দেব"

এমন দিন কি মনে তুমি করেছ, পাইবে দেখা তাহার।
এ জগতের নয় যে সে ধন, দেখা কেন পাবে তার ॥
নয়ন মুদিয়া ভাব, সেইরূপ অনুভব, হবে মনেতে তোমার।
সে যে স্বরগের ধন, কোথা পাবে দরশন,
মধুর মূরতি সে অাঁক, হৃদয়ে তোমার ॥

(৩১)

"মনের গতি"

কি গান গাহিব বল, গান যে পড়ে না মনে।
মন যে গিয়েছে চলে, তারে ফিরাব বল কেমনে ॥
(কি গান গাহিব বল, গান যে পড়ে না মনে)
টানিয়া ধরিতে যাই, প্রতিপদে বাধা পাই,
বলি গো তাহারে, যদি বসে সে মনে।
যথা তথা যায় সে চলে, ফিরাব বল কি বলে,
সে বলে খুঁজিতে যাই আপন জনে ॥
(তারে ফিরাব বল কেমনে)

(৩২)

"মার লীলা"

এস মা হাস্যময়ী! এস এস, হাসি হাসি।
তোমার ঐ বাল্য লীলা দেখ্‌তে যে মা ভালবাসি।

মা হ'য়ে মায়ের কোলে, খেলিছ মধুর খেলা,
শিখাতে মানবেরে করিছ পুতুল খেলা ॥
আবার ঐ কুটীরেতে, ছেলে কোলে আছ বসি।
পীড়িতের শিয়রেতে, জাগিয়া নিঝুম রাতে,
চাহিয়া আছ যে মা, দেখায়ে স্নেহের রাশি ॥

(৩৩)

"জগজ্জননী"

এস মা হৃদয়ে এস, ক'র না ক'র না ঘৃণা,
তুমি যে জগজ্জননী, তবে কেন স্থান দেবে না।
পাঠায়ে দিয়েছ মাগো, যতনে রেখেছ কত,
না পেলে তোমার দয়া, যাবে না ত এ বেদনা ॥
কি জ্বালায় দিবানিশি, যায় মা জ্বলে মন প্রাণ,
শীতল কোলে লও মা তুলে, নইলে মা তো ছাড়বোনা ॥

(৩৪)

"বন্দনা"

মনে মনে মন প্রসূনে মালা গেঁথেছি।
তোমারে পরাইব আশে, বসে রয়েছি ॥
আসিতে যেন ভুলো না, এ সাধে বাদ সেধ না,
মালা নয়নজলে ভিজিয়ে রেখিছি ॥

গড়ছি কত সাধের বাসর, রাখ্‌ছি কত থরে থর,
ভালবাস যে ফুল তুমি, সব যে রেখেছি ॥
নিশাতে কি সকালে, জানি তুমি আস্‌বে কালে,
কত কথা বলব তোমায় জমা রেখেছি।
মনের কথা বলা হ'লে, তখন তুমি যেও চলে,
রাখব না ধরে তোমায়, দেখ্‌ব আশে রয়েছি ॥

(৩৫)

"ভুবন মোহন রূপ"

ভুবন মোহন রূপ যে তোমার ভুল্‌ব কেমনে।
তোমার রূপে মন মজায়ে, আছ ভুবনে ॥
যত রূপ দেখি তোমার, ডুবে যায় যে মন আমার,
দেখি আর চাহিয়া থাকি অনিমেষ নয়নে।
নিশাতে ঘুমের ঘোরে, ও রূপ দেখি অন্তরে,
জাগিয়া চাহিয়া দেখি, আনন্দ মনে ॥
যাবে কোথা ধরা দিয়ে, রেখেছি তোমায় বাঁধিয়ে,
সকল পথ রোধ করিব দৃঢ় বাঁধনে।
তুমি আমার প্রাণের নিধি, দেখ্‌ব তোমায় নিরবধি,
ঘুচে যাবে সকল ব্যাধি তোমার দরশনে ॥

(৩৬)

"ব্যর্থ পূজা"

করিলাম কত যে সাধন, তুষিতে মন।
সে ত শুনিল না কথা, মানিল না কোন বাধা,
চলিল আপন বাসে করিয়ে পণ॥
যাও যাও যাবে যেথা, বলিব না কোন কথা,
তোমার বাসে যাওনা তুমি করিব না নিবারণ।
তোমারে তোষিতে ধন নাহি যে ভাণ্ডারে মম,
দয়া ভক্তি জানি না যে, বড় আমি নিরমম,
তাই যদি করি রোষ, কর গো গমন॥
কেমনে ফিরাব বল, আছে শুধু আঁখি জল,
তাই রাখিয়াছি আমি করিয়ে যতন॥

(৩৭)

"প্রিয় বিয়োগে"

কঠিন আদেশ প্রভু পালিব বল কেমনে।
আমার বলিয়া যত দিয়েছ এ ধন জন,
জেনেছি জীবনাবধি যতদিন আছে জীবন,
জেনেছি আপন বলে, এই মর ভুবনে॥
তোমারি শিখান বুলি, রেখেছি আমার বলি,
এদের বিচ্ছেদ বড় বাজে যে গো পরাণে॥

সে মন পাইব কোথা, বল গো বল সে কথা,
জনমিয়া যা শিখেছি, তাই যে গো আছে মনে,
ভুলিব বল কেমনে ॥

(৩৮)

"জ্যোতির্ম্ময়"

শূন্য হৃদি পূর্ণ করি এস এস দয়াময় ।
বড়ই ব্যাকুল আমি, এস হে হৃদয়স্বামী,
দেখ দেখ কি আঁধারে ঘেরিয়াছে সমুদয় ॥
তব পথ চাহি বসি, আছি হে দিবস নিশি,
ঘুচাও মলিন মসী, কর হে আলোকময় ।
ক্ষণিকের আলো ছিল, সে আলো নিবিয়া গেল,
এ আঁধারে কর আলো, ওহে ও করুণাময় ॥

(৩৯)

"পরপারের ডাক"

চল মন যাই পারেতে, বেলা নাই সন্ধ্যা হ'ল ।
ঐ দেখনা একে একে সবাই পারে চলে গেল ।
কড়ি লয়ে এসেছিল, তারা সবাই চলে গেল,
আমি কিসে যাব বল, নাহি যে কিছু সম্বল ॥

কেবল ভরসা মনে, যদি এ কাঙ্গাল জনে,
পার করে সে নিজগুণে, শুনেছি বড় দয়াল ।
সেই ভরসায় সন্ধ্যাকালে, বসে আছি নিঃসম্বলে,
আসিয়া লবে তুলে, দয়া করি কেবল ॥

(৪০)

"বিরহিনী রাধা"

পাখী উড়ে গেছে যমুনারি পার ।
সে ত আসিবে না আর ॥
শূন্য খাঁচা পড়ে আছে,
আছে শুধু হাহাকার ॥
কেঁদে কেঁদে দিন যায়,
জাগিয়া যামিনী যায়,
চাহিয়া সে পথ পানে
থাকা যে হয়েছে সার ॥
জানি না সে কতদিনে,
পড়িবে দাসীরে মনে,
এই শূন্য বৃন্দাবনে,
চাঁদ কি উদিবে আর ॥

কি করি জীবন রাখি,
কাঁদে প্রাণ থাকি থাকি,
নিদয় কমল আঁখি,
দেখা কি দিবেনা আর ॥

(৪১)

"করুণ আঁখি"

সে দিনের সেই কথা, আজ যে গো ভুলি নাই।
সে দিন ভুলিব যবে, চিতাতে লভিব ঠাঁই ॥
কেমনে ভুলিব বল সে করুণ চাহনি,
কেমনে ভুলিব বল সে চাঁদ বদন খানি ॥
কি যে বেদনা ভরা, ছিল সেই নয়নে,
এখন কাঁদিগো বসে, আসে যবে স্মরণে ॥

(৪২)

"জানকী"

এস মা আমার বাসে কেঁদনা মা রাজরাণী।
কে সা'জালে এমন বেশে, কে সে কঠিন প্রাণী ॥
কোমল চরণতল, ভূমে দেখি শতদল,
চলিবার চরণ নয় যে, আয় মা পূজি পা ছু'খানি ॥

ও বেশ সাজেনা তোরে, যোগী যারে ধ্যান করে,
পাতিয়ে আসন খানি ॥
লোক শিক্ষা ছলে আজি, ভিখারিণী সাজে সাজি,
কাননে এসেছ মাগো, হইয়ে রাজার রাণী ॥

(৪৩)

"গোরাচাঁদ"

কি নাম এনেছে গোরা নদীয়ায়।
ছিল গো যে যেখানে, শুনে কাণে
গাহিছে নাম নাচিয়া ॥
আপনি নামে পাগল হ'য়ে,
বেড়ায় নাম গেয়ে গেয়ে,
আবার বলে ডেকে ডেকে
"আয় কে নিবি ছুটে আয়।"
কি আছে ঐ সুধা নামে,
ছিল গো যে যেখানে,
বলে "ভাই কোথায় পেলি,
নামে যে মন মেতে যায় ॥"
বলে "ভাই যাব না ঘরে,
চলিব সঙ্গে ফিরে,
তুই হরি কি, আর কে হরি,
সে যে কে ভাই চেনা দায় ॥"

(৪৪)

"গোপার প্রতি"

বিনিদ্র নয়নে, সারাটী রজনী, কার আশে আর আছ গো বসে।
সে যে চলে গেছে ত্যজিয়া সকল, দূর দূর সেই দূর প্রবাসে ॥
তুমি কাঁদিয়া যদিও ভাসাও, অবনী,আসিবেনা আর সেই গুণমণি,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া যাইবে জীবন, একাকিনী থাক পড়িয়া বাসে ॥
বাঁধিতে নারিলে সুদৃঢ় বাঁধনে, চলে গেল সে যে আপন মনে,
কি হইবে আর অরণ্য রোদনে, দিন যাবে শুধু আশারি আশে ॥

(৪৫)

"নিমাই সন্ন্যাসী"

যায় গো আমার প্রাণের নিমাই,
যায় চলে আজ সন্ন্যাসে।
আয় গো নদীয়াবাসী,
তোরা ধরে রাখ্ এসে ॥
শোনে না সে কার বুলি,
কাঁধেতে লইয়া ঝুলি,
চলে যায় কার উদ্দেশে।
যায় গো চলে সকল ছেড়ে,
বধূ আমার ধূলায় পড়ে,
যায় চলে আর চায় গো ফিরে,
নয়ন জলে যায় ভেসে,
তোরা ধরে রাখ্ এসে ॥

(৪৬)

"চৈতন্যদেব"

উঠ উঠ মাগো উঠ বিষ্ণুপ্রিয়া,
ভাঙ্গিল তোমার সুখের নিশি।
জানিনা কাহার আবাহনে আজি,
চলিল নিমাই হ'য়ে সন্ন্যাসী॥
অতি সন্তর্পণে যায় পলাইয়া,
রাখ মা বাঁধিয়া প্রেম নিগড়ে,
জনমের মত নতুবা তোমার,
হুতাশে জীবন যাবে মা পুড়ে।
পাবেনা তখন এখন হারালে,
পাবেনা দিবস রজনী খুঁজিলে,
চলে যায় গোরা, "কোথা হরি" বলে,
সব মমতা ত্যজিয়ে॥
হরি প্রেমে ভোর, তোর প্রেম ডোর,
রাখিতে নারিল বাঁধন দিয়ে।
ধর মা চরণ, বাঁচাও মরণ,
ঘুচা মা মরম যাতনা রাশি॥

(৪৭)

"চৈতন্যের সন্ন্যাস"

কাঁদ কাঁদ আজি ওগো শচী মাতা,
নিমাই তোমার যায় সন্ন্যাসে।
পারিবে না তুমি রাখিতে উহারে,
যত পার মাগো কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে ॥
ফিরিবে না গোরা আর আবাসে।
প্রেমে মাতোয়ারা, হ'য়ে চলে গোরা,
দিক্ ও বিদিক নাহি মা মনে,
চলে যে আজিকে, হরিতে মিলিতে,
মিলিতে হরির চরণে ॥
কি বাঁধনে আর বাঁধিবি মা বল,
পরায়ে ত ছিলে, সোনার শিকল,
সেই বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদে লুটাইয়া,
চাহিল না ফিরে আর যে সে।
জননীর মায়া, জীবনেতে পাওয়া,
যায় না যাহা জীবনে ভোলা,
তাও কাটাইয়া, গেল পলাইয়া,
কি দিয়া তাহারে রাখিবি ধরে ॥
তাই বলি মাগো, যত পার,
কাঁদ, জীবন ভোরে ॥

(৪৮)

"নিমাইয়ের ডাক"

কি মধুর হরিনাম আজ নদের নিমাই এনেছে ।
নামের গুণে হৃদয়বীণা, আপনি বেজে উঠেছে ॥
যে যেথা ঘুমায়েছিল, নাম শুনে জেগে উঠিল,
নাম বলে, আর ঝরে আঁখি, মাতিয়ে মাতায়েছে ।
কলির কলুষ নাশিতে, নাম এনেছে নদীয়াতে,
নামের সহিত হরি, আপনি যে এসেছে ॥

(৪৯)

"মায়াময়ী"

আর মায়ায় ফেলনা মহামায়া ।
যত করি মনে মনে, যাব মা তব সদনে,
কি মোহের গুণে মাগো, সে পথে যে হয়না যাওয়া ॥
তুমি কর যে মা কি কৌশল, হারাই যে মা বুদ্ধি বল,
কেন মা এমন ছল, করিয়ে ঘুচাও মা যাওয়া ॥
ধরি মা ধরি চরণে, দয়া কর এ অধীনে,
রাখ মা রাখ চরণে, ঘুচাও গো মা আসা যাওয়া ॥

(৫০)

"ভোলানাথ"

আয় লো আয় বরণডালা, নিয়ে, তোরা আয় ত্বরা ।
দেখ্‌বি আয় বর এসেছে, প্রাণ পাগল করা ॥

গায়েতে বিভূতি মাখা, রাকা চাঁদ যেন গো ঢাকা।
মাথাতে তার জটাপাকা বাঘের ছাল পরা॥
সে যে গো মহাযোগী, সর্ব্বত্যাগী বেড়ায় সদা ভিক্ষা মাগি,
নামেতে বিভোর হয়ে সদা সে মাতোয়ারা।
কে বুঝ্‌বে তার মনের কথা, বলে "আমার গৌরী কোথা,
কৈরে আমার, কৈ তারা ?"
কি যে চায় সে পাগলা ভোলা, মনের কথা যায়না বলা,
এসেছে বর বেশে আয়রে তোরা॥

(৫১)

"পাগল ভোলা"

বাবা আমার পাগলা ভোলা, পাগ্‌লী মা মোর দিগম্বরী।
না শোনে সে কোন কথা, যত নিবেদন করি॥
যদি বলি নে মা কোলে, অমনি মা মোর যায় যে সরে,
ভেসে যাই নয়ন জলে, তখন আসি মিষ্ট বোলে,
বলে, "আয় কাছে আয় কোলে করি"॥
আয় মা তুলে নে মা কোলে, কাঁদে মা তোর পাগলা ছেলে
বারে বারে ভুলিয়ে ছলে, কেন বেড়াও এমন করি॥
এবার যদি পাই মা ধরা, করব না আর হৃদি ছাড়া,
পায়ে তোমার দিব কড়া, দেখি পলাও কেমন করি॥

(৫২)

"উমার সমাগমে"

কি আনন্দ হ'ল আজি, দেখনা নয়ন ভরি।
উদিল শারদশশী, দশ দিশ্ আলো করি॥
সম্বৎসর পরে উমা, ডাকিতেছে ব'লে "মা, মা"।
(আমার) মনের যত কালিমা সব আজি গেল দূরে॥
একটী বৎসর পরে, এসেছেন তিন দিনের তরে।
(আমি) রাখিব হৃদি মাঝারে, দেখিব নয়ন ভরি॥

(৫৩)

"উমার বিরহে"

উমা ধনে কবে আনিবে,
শরৎ আসিল, কই উমা এল,
কতদিনে বল আনিতে যাইবে।
নিতি নিতি আমি স্বপনেতে দেখি,
আসিয়াছে মম, উমা চন্দ্রমুখী॥
কাতর নয়নে, চাহি মুখপানে,
ব'লে "মা আমারে ভুলে কি থাকিবে॥"

(৫৪)

"নন্দ দুলাল"

আমার হৃদি বৃন্দাবনে, খেলাও আসি নন্দদুলাল।
আজ ফাগুণে, রং মাখায়ে, কাল বরণ করিব লাল॥

কারে দেখিতে দিব না, এস হে কালো সোনা।
আমার মন বাসনা পুরাও আসি দীন দয়াল ॥
কোরনা ঠাকুরালী, এস হে বনমালী,
যুগল বেশে দাঁড়াও এসে, যুগল বড় বাসি ভাল ॥

(৫৫)

"শ্রীকৃষ্ণের উত্তর"

ভেবনা ভুলেছি রাধে,
আসিয়া যমুনা পারে।
চিরদিন বাঁধা আছি,
তোমার কাছে ভক্তি ডোরে ॥
কি করি করম লাগি,
হয়ে বৃন্দাবন ত্যাগী,
কত যে যাতনা ভোগী,
তুমি ত জান অন্তরে।
মিলিব গোলকধামে,
বসিব লইয়া বামে,
রাখিব এ বুকে ধরে ॥

(৫৬)

"যশোদার গোপাল"

আয়রে কোলে প্রাণের গোপাল,
আয়রে ফিরে আয় ঘরে।

দেখ্‌রে দাঁড়ায়ে আছি,
ক্ষীর, সর, লয়ে করে ॥
কারে বা লইব কোলে,
"মা" বলি মধুর বোলে,
কে জুড়াবে অন্তরে।
চূড়া ধড়া পরাইব,
প্রাণ ভোরে সাজাইব,
মুরলী দিব করে ॥
স্তন দিব ও বদনে,
অঞ্জন দিব নয়নে,
চেয়ে রব মুখপানে,
ফিরাব না আঁখিরে ॥

(৫৭)

"কৃষ্ণের বাল্যস্মৃতি"

ব্রজে একবার যাও হে সখা,
জেনে এস সমাচার।
স্নেহময়ী মা যশোদা,
গোপরাজ নন্দ পিতার ॥
সেই যমুনা পুলিনে,
সেই বন গোচারণে,

খেলিতাম কত না খেলা,
মনে যেখানে আমার।
আমা লাগি গোপবালা,
আসিত জলে ছুবেলা,
এখন কি আসে গো আর ॥
বনফুলে গাঁথি মালা
ভরিয়া আনিত ডালা,
সে মালা শুকায়ে গেছে
আমার সে শ্রীরাধার ॥

(৫৮)

"নটবরশ্যাম"

আজ আমার শ্যামা মা, শ্যাম সেজেছে।
নটবর রূপধরি, বামেতে লয়ে কিশোরী,
যুগলরূপে দাঁড়ায়েছে ॥
পদে ছিল রাঙ্গা জবা, এ আবার কিবা শোভা,
নূপুর পরেছে।
ত্যজিয়া মুণ্ডমালা, কালী মা হয়ে কালা,
বনমালা পরেছে ॥
ছিল করে ভীষণ অসি, ছিল মা হর উরসী,
আজ রাধারে লয়ে বামে, বাঁশী ধরেছে ॥

রণবেশে মহোল্লাসে ছিল মা এলোকেশে,
শিখিপুচ্ছ দিয়া আজি চূড়া বেঁধেছে।
আয়রে আয় নরনারি ! কালী কালারূপ হেরি,
মানব জনম সফল করি, দ্বিধা ঘুচেছে ॥

(৫৯)

"শ্যামারূপ শ্যাম"

রাখিতে রাধার মান, আজ কালা কালী হয়েছে।
কি না পারে সাজিতে মা, তার সাক্ষী এই দেখনা,
ত্যজে বাঁশী, লয়ে অসি, রণে মেতেছে ॥

(৬০)

"দোল"

এসেছে দোললীলা, লীলাময় আজ কোথায় তুমি ?
অশ্রুজলে রং ভিজায়ে, উদ্দেশে তোমারি গায়ে,
দিব হে মনে মনে, অঙ্গেতে নেবে হে জানি।
কত কাল হল গত, ফিরে শ্যাম এলে না ত,
বসে আর কাঁদব কত, দিন বরষ আমি ॥

(৬১)

"হরির দোল খেলা"

আজ্‌কে হোলি খেলব হরি, তোমারি সনে।
যেওনা পলাইয়ে, হাসবে গোপী বৃন্দাবনে ॥
খেল্‌তে ত জান ভাল, খেলাও ত হে চিরকাল,
শুন হে চিকণ কালো, লাল করিব রঙের বানে ॥
কাল অঙ্গে সাজ্‌বে ভাল, আমরা খেলি, তুমি খেল,
ছাড়বো না তোমায় আজি, পেয়েছি যদি এ দিনে।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর হরি, রঙ্‌ খেলায়ে মোদের সনে ॥

(৬২)

"রাধানাথের রাধাবেশ"

এস শ্যাম, সাজাই রাধা, পরায়ে নীল বসনখানি।
রঙেতে রাঙ্গায়ে দি, ঐ নূপুর পরা পা দু'খানি ॥
বদন শরৎ ইন্দু, দিব হে সিন্দূর বিন্দু,
শোভা ভাল হবে তাহে, সিন্দূরেতে কালমণি ॥
দিব বাঁশী রাধার করে, বাজ্‌বে যখন উচ্চৈঃস্বরে,
লাজে হেঁট হবে তখন, সুন্দর ঐ বদনখানি ॥

(৬৩)

"আঁধার বৃন্দাবনপুরী"

ব্রজেশ্বর বিনা যে আজ, ব্রজপুরী অন্ধকার।
আনন্দে গাহেনা পাখী, ময়ুর নাচেনা আর॥
আনন্দে পূরিত ছিল, সদা যে নন্দের পুরী,
নাহি আজি সে আনন্দ, উঠিতেছে হাহাকার।
কত সখা, সখিগণ, সবে আজি, ম্রিয়মান,
ডাকিলে কহেনা কথা, পরেছে বেদনা হার॥
সোনার কমল, রাধা সতী, হেরি আজি, কি দুর্গতি,
শুকায়ে গিয়েছে আজি, হয়েছে কঙ্কাল সার।
ত্বরায় ফিরে এস হরি, রাখ, রাখ, ব্রজপুরী,
নইলে "দয়াময়" নামে কলঙ্ক হবে তোমার॥

(৬৪)

"রাধানাথের বাঁশী"

আজি বাজাতে গেলাম বাঁশী, বাঁশী ত বাজিল না।
সে রাধা নামে সাধা বাঁশী, অন্য নাম ত জানে না॥
আর কি সে ব্রজে যাব, "রাধা" বলে বাজাইব,
বাধা মানিব না?
বন রাজধানী ছিল, বামে রাধারাণী ছিল,
সেথা প্রাণ ছুটে যায়, বাধা মানে না॥

(৬৫)

"রাখাল বালকের উক্তি"

বৃন্দাবনের ধূলাখেলা, কেমনে ভুলিলে ভাই।
মথুরাতে হয়ে রাজা, আর কি ব্রজে যাবে নাই॥
সব রাখালে বনে বনে, বেড়াতাম ভাই তোমার সনে,
এখন কি তা নাইরে মনে, সত্য বল শুধাই তাই।
বিদায় ল'য়ে মায়ের কাছে, যেতাম তোমার পাছে পাছে,
সব আমাদের মনে আছে, তুমি সব ভুলেছ ভাই॥

(৬৬)

"রাখালের নিবেদন"

কি পরিচয় দিব, ওহে হরি, তোমা বিনে বৃন্দাবনে,
দিনে আঁধার হেরি।
যেদিন গোকুল ত্যজে, এলে মথুরাতে, ব্রজবাসী সব,
কাঁদে পথে পথে॥
ধূলাতে লুণ্ঠিত, আছেন ব্রজেশ্বরী।
মাতাপিতা তব শোকেতে আচ্ছন্ন, চোখে নাই নিদ্রা,
পেটে নাই অন্ন,
যেন দীন দৈন্য, দিবস শর্ব্বরী॥

(৬৭)

"কৃষ্ণের শোক—"

কেন আর, নিবান শোক তুলিলে উজ্জ্বল করে।
তুমি কি ভাব গো বৃন্দে, আমি ভুলেছি একদিনের তরে ॥
ব্রজবাসীর ভক্তি ডোরে, বাঁধা এ জীবনের তরে।
পাইয়া মা দেবকীরে, ভুলি নাই মা যশোদারে ॥
আমাগত রাখালগণে, ভুলিব না এ জীবনে।
বাঁধা আছি প্রাণে প্রাণে, বল গিয়া শ্রীরাধারে ॥

(৬৮)

"রাখাল বালকগণের শোক"

আর কি এ বৃন্দাবনে, আসিবেন কালশশী।
ঘুচিবে কি ব্রজপুরে, এই ঘোর অমানিশি ॥
হৃদয় মন্দির হয়ে আছে শূন্য, নিকুঞ্জ কানন দেখ ছিন্নভিন্ন।
প্রমোদ কানন হয়েছে অরণ্য ॥
কবে বা উদিবে সেই পূর্ণশশী।
মাতাপিতা দেখ কাঁদিয়া আকুল, শোকেতে আচ্ছন্ন
হয়েছে গোকুল ॥
পুনঃ কি আমরা পাইব গো কুল।
ঘুচিবে কি কভু এ ঘোর নিশি ॥

(৬৯)

"প্রাণনাথ"

তোমার তরে আসনখানি, পেতেছি কত যতনে।
এস এস, বস নাথ, বেদনা দিওনা প্রাণে॥
চাহিয়া আশা পথ, থাকিব বসে কত, পলকহীন নয়নে।
যদি পলকের ভুলে, যাও গো আসিয়া চলে,
তাই ত চাহিয়া থাকি, দেখিব ভাবিয়া মনে॥
যদি ক্ষণেকের তরে, দেখা দাও ভাঙ্গা মন্দিরে,
ধরিব ধরিব তখন চরণে॥

(৭০)

"শ্রীকৃষ্ণ"

সখিরে! কিরূপ দেখিলাম আনিতে যমুনাবারি।
দেখে সে মোহনরূপ, নয়ন ফিরাতে নারি॥
কিবা বাঁশী লইয়া করে, দাঁড়ায়ে যমুনা তীরে,
এমন ঘন আঁধারে, আছে ভুবন আলো করি।
তোমরা যদি দেখ তারে, আসিতে নারিবে ঘরে,
দেখ যদি নয়ন ভরে, সেই রূপ মাধুরী॥

(৭১)

"যোগিনী রাধা"

দেগো দে সাজিয়ে মোরে, সাজিয়ে দে যোগিনী বেশে
যাব গো যাব আমি, শ্যাম আছে মোর যে দেশে॥

দেখ্‌ব আমায় চেনে কেমন, চিনিব তার বাঁকা নয়ন,
দেখ্‌ব সেজেছে কেমন রাজ বেশে।
বাঁশিটী লয়ে যাব, যতনে হাতে দিব,
বলিব বাজাইতে, শুনিব কি বলে সে॥

(৭২)

"রাধা"

আজি ফুল সাজে সাজাইব, ও কোমল তনুখানি।
দেখিব নয়ন ভরি, সাজে কেমন ফুলরাণী॥
এস রাধে কুঞ্জ মাঝে, সাজাই তোমায় ফুল সাজে,
বাসনা পূরাও আজি, দেখি দেখি বিনোদিনী।
রতন ভূষণ সাজে না গায়, ও গায়ে যে ভূষণ লুকায়,
চরণে নূপুর দিব, রুনু রুনু শুনব ধ্বনি॥
এই দেখ না ফুলমালা, কর্ণফুল আর,
ফুলের বালা, ফুলে তনু সাজাইব, ওগো
শ্যাম সোহাগিনী॥

(৭৩)

"রাধার উপহার"

স্বাগত! অতিথি আজি লও মম উপহার।
কি দিব, কি আছে আমার, গেঁথেছি কুসুমহার॥

ঘুরি নানা বনে বনে, তুলেছি ফুল যতনে,
সাজাব ও বরবপু, বাসনা আমার।
সাজিবে সুন্দর গলে, আমার এ ফুলহার,
রতন পাইব কোথা, সে ত গো তোমার ॥

(৭৪)

"রাধার অভিসার"

হরি দরশনে আজি, কেন গো চরণে বাধে।
জানি না বিধাতা বুঝি, সে সাধে আজি বাদ সাধে ॥
কত যে করিয়া মনে, আজি হরি দরশনে,
চলেছি লইয়া ডালা, চন্দন কুঙ্কুম কত,
বনমালা লয়ে সাথে ॥
যদি দরশন মিলে, দিব সে চরণ তলে,
নতুবা যমুনাজলে, তনু ত্যজিবে এ রাধে ॥

(৭৫)

"রাধার স্বপন"

কেন গো জাগালি সখি, স্বপনেতে ছিলাম ভাল
শ্যাম আমার হৃদয়ে আসি, তেমনি লয়ে মোহন বাঁশী,
এখনি দাঁড়ায়েছিল ॥
আমি দেখেছিলাম ভাল, দিবানিশি অদর্শনে,
সহে না সহে না প্রাণে, অন্ধকার মন মম,
আলোতে পূরিয়াছিল ॥

কেন গো ঘুম ভাঙ্গাইলি, সুখ স্বপন ভেঙ্গে গেল।
কত না সাধনা করি, কত যে মিনতি করি,
অভাগিনীর চোখে নিদ্রা, যদি আজি এসেছিল!
আর কি ঘুমাব সখি, দেখিব কমল আঁখি,
ক্ষণতরে দেখাইয়ে, কে গো কাড়িয়া নিল॥

(৭৬)

"রাধাতরী"

বড় সাধে তরীখানি, ভাসায়েছিলাম শ্যাম সায়রে।
ভাসি ভাসি, আসি তরী শেষে ডুবিল কিনারে॥
বলেছিলাম, করে রঙ্গ, ছিল না কোন তরঙ্গ,
উঠিল বিষম ঝড়, ডুবে মলাম পাথারে।
বিনা সে, দীন কাণ্ডারী, কে চালাবে তনুতরী,
ভয়েতে মরি শিহরি, কে লইবে হাতে ধরে॥

(৭৭)

"কৃষ্ণপ্রিয়ার বিরহ"

কৃষ্ণ অদর্শনে প্রাণ, জ্বলে যায়, জ্বলে যায়,
নেভে না গো সে অনল, জ্বলে তুষানল প্রায়॥
সেই বাঁকা রাকা শশী, মধুর মধুর হাসি,
কি সুরে বাজিত বাঁশী, কি মাখান ছিল তায়,
কবে দরশন পাব সে চরণে জানাইব,
দেখাব হৃদয় খুলি, কি বেদনা সেথা হায়!

(৭৮)

"রাধিকার শোক গাথা"

বৈশাখে বিষম বড়, রবির কিরণ,
কতদিন হল ছাড়ি, গেছ বৃন্দাবন ॥
জ্যৈষ্ঠে যমুনায় আর, যাওয়া ঘুচিয়াছে,
যে দিন এ ব্রজ ছাড়ি, শ্যাম চলে গেছে ॥
আষাঢ়ে ঢাকিছে মেঘে, ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে কার, পদে লব স্থান ॥
শ্রাবণে বরিষে বারি, সদা অন্ধকার,
পরাণ আমার সদা, করে হাহাকার ॥
ভাদ্রে সকল নদী পরিপূর্ণ বারি,
নয়নে পড়িছে বারি, কেমনে নিবারি ॥
আশ্বিনেতে ছিল আশা, আসিবেন হরি,
মদন মোহন বিনা, কিসে প্রাণধরি ॥
কার্ত্তিকে কালিয়া মম, না আসিল ফিরে,
কেমনে ধরি গো প্রাণ, এ আঁধার পুরে ॥
অগ্রহায়নের শীতে সদা, কাঁপিতেছে হৃদি,
কেমনে রাধারে ভুলি, আছ গুণনিধি ॥
পৌষে প্রবল শীতে, কাঁপে প্রাণ মন,
ফিরে এস দয়াময়, রাখ এ জীবন ॥
মাঘে, মেঘে হয়ে যোগ, কাঁপে সদা প্রাণ,
কেমনে রহিলে ভুলি, ওগো ভগবান্ ॥

ফাল্গুনেতে ধূলা লয়ে, বায়ু ঝড় বহে,
তাপিত এ তনু মম, আর কত সহে ॥
চৈত্রে চাতক প্রায়, আছি পথ চেয়ে,
না আসি কি গুণনিধি, থাকিবে ভুলিয়ে ?

(৭৯)

"নিঠুর কালা"

জাগিয়া যামিনী, বসি একাকিনী,
যতনে প্রসূনে গাঁথিনু মালা।
কৈ শ্যাম এল, মালা শুখাইল,
বাড়িল বড়ই মরম জ্বালা ॥
আর নাই রাতি, নিবিল গো বাতি,
আসিবে না আর, নিঠুর কালা ॥

(৮০)

"শ্যাম গেল মথুরায়"

তোরা ফুল তুলে আর, করবি কি গো,
শ্যাম যে গেল মথুরায়।
ও মালা আর দিবি কারে,
শোভা হবে কার গলায় ॥

শূন্য কুঞ্জ পড়ে আছে, এত সাধের সাধা বাঁশী,
সে যে গো নীরব হয়েছে।
ঐ দেখ না সোনার কমল,
মলিন ধূলায় পড়ে আছে ॥
এত সাধের ব্রজলীলা, কত শত বিনোদ খেলা,
রাই প্রেমে যে মাখামাখি, তাও বুঝি ভুলিয়া যায় ॥

(৮১)

"গোপিকার পাশাখেলা"

এস শ্যাম খেলাই পাশা,
হার জিতের আজ পণ রাখিয়ে।
আমরা যদি যাই হে হেরে,
দাসী হব তোমার ঘরে,
শুধিব পদ সেবিয়ে ॥
যদি হার মোদের কাছে,
থাকৃতে হবে সদাই কাছে,
রাখিব তোমায় বাঁধিয়ে।
রাখিব হৃদয়ে ধরে,
দিব না, দিব না ছেড়ে,
বড় যাও হে পলাইয়ে,
এই পণে, এস হে এস,
খেলিতে বস,
ভয় কি, যাবে মোদের হারায়ে ॥

(৮২)

"চরণ"

বড় আশা করে তোমারি দুয়ারে
এসেছি ফিরায়ে দিও না।
ভয় নাই প্রভু, চাহিনা আমি,
তোমার প্রিয় গো যাহা,
শুধু চরণ দুখানি, পূজিতে দিও গো,
চাই আমি গো তাহা,
হ'ওনা কৃপণ, দিতে শ্রীচরণ,
পূজিলে সরায়ে দিও না॥
বড় ব্যথা পাব, ফুলজল যদি, না পাই
দিতে ও চরণে,
তবে ডাকিবার, ফল বুঝিব কেমনে,
যদি না কর গো করুণা॥

(৮৩)

"ছিন্নহার"

হ'ল না পূজা সমাপন।
সাধের এই গাঁথা মালা হল না অর্পণ॥
সারানিশি জাগি বসি, মালা যে গো গেঁথেছিলাম,
পরাইব শ্রীচরণে, সুখি হবে প্রাণ মন।
কৈ হল পূজা করা, দিলে না দিলে না ধরা,
যাব না আর গৃহে ফিরে, ত্যজিব এ ছার প্রাণ॥

(৮৪)

"বর্ষ বিদায়"

বরষ চলিয়া গেল, কত সুখ দুঃখ দিয়ে,
আবার বরষ এল, নবরূপে দেখা দিয়ে।
কত যে পুরাণ কথা, রহিল আঁকা গো মনে,
কত ব্যথা আছে গাঁথা, পেয়েছি যা এ জীবনে॥
সুখের বাসর কত, দিয়াছে সুখ ঢালিয়ে,
দিন যায়, মাস যায়, বরষ চলিয়া গেল,
কত অভাগার প্রাণে শেল বিঁধি রহিল,
সুখের দিবস যে গো, ক্ষণিকে যায় চলিয়ে॥

(৮৫)

"শূন্য হৃদয়"

শূন্য হৃদয় পূর্ণ কি আর হবে না।
তেমনি মধুর হাসি, আর কি হৃদয়ে আসি,
দেখা কি আর দিবে না॥
কত দিন যামিনী আছি, বসে একাকিনী,
যে আশা ধরিয়ে আছি,
আশা কি পূরিবে না।
সে কথা ভাবিতে মনে, ধারা বহে দু নয়নে,
দারুণ দহন কি গো, আসি জুড়াইবে না॥

(৮৬)

"মনের বিকার"

সুখ দুঃখ মনের বিকার, নির্ব্বিকার তুমি সবে।
সেই ত সুখী হয় হে মনে, যে জন তোমারে সেবে ॥
ভাবিলে তোমার পদ, থাকে না কোন বিপদ,
নিরাপদ হয় সে তবে।
সে মন পাইব কিসে, শ্রীচরণে মন বসে,
সুখ সুখ আশে সদা, মরিছে দুঃখেতে ডুবে ॥

(৮৭)

"জীর্ণ মন্দির"

দেহ বড় ভার হয়েছে, বইতে যে আর পারি না।
তোমারি আদেশ প্রভু, "না" বলা যে হবে না ॥
শুনো হে করুণাময়, দাও হে পদে আশ্রয়,
দৃঢ় করে দাও এ দেহ, চরণ ছাড়া কর না।
শ্রান্ত মন প্রাণ মম, সহে না, সহে না শ্রম,
দয়াকর দয়াময়, নিদয় হয়ে থেক না ॥

(৮৮)

"চরণাগতা"

ছাড়ব না ও চরণ দুটি, যতই তুমি দাও ঠেলে।
রহিব কাছে কাছে, দেখি কেমন যাও ফেলে ॥
তুমি যদি সরাও মোরে, চরণ ধরিব জোরে,
যাবে গো কি বলে।

শত দোষ থাক্ না কেন, তুমি যে দয়াবান্
জানি না কোন সাধন, এসেছি তোমার বলে,
শুধু ঐ নামের বলে ॥

(৮৯)

"পথের আলো"

কেমনে যাব ফিরে, একলা ঘরে,
পথ মাঝে নাই যে আলো।
দেখাও ও রূপের ভাতি,
আঁধার রাতি, কেমনে যাব বল ॥
ধর হে হাতটী এসে, তোমারি ঐ পরশে,
যাব, মনে হবে বল।
বড় যে ভয় পেয়েছি, বল গো যাব কেমনে,
তুমি ত আনিয়াছ ডাকিয়া এই কাননে।
এখন এই পথ মাঝে, সঙ্গে করে লয়ে চল ॥

(৯০)

"পাগলিনী"

তোমার রূপে আমায় পাগল ক'রেছে,
কেন গো দেখা দিলে, যদি না থাক্‌বে কাছে ॥
আমি যে ঘুরে মরি, তোমারি পাছে পাছে।
কতকাল এমন করে থাকিবে, দূরে দূরে ॥

পথে আর ঘুরে ঘুরে, বেড়াই কত সকাল সাঁঝে।
তোমার ঐ রূপের নেশায়, যদি এ নয়ন মুদে যায়,
চেয়ে থাকি প্রাণপণে, মুদ্‌লে নয়ন হারাই পাছে ॥
কেউ বোঝে না আমার কথা, পাগল পাগল বলে সদা,
বলে সবে "আয়, সরে আয়, যেয়োনা পাগলের কাছে ॥"

(৯১)

"বিফল পূজা"

পূজা যে সাঙ্গ হল না।
রইল কুসুম থরে থরে, তুমি যে গেলে সরে,
পূজা নিলে না।
কতই যতন করে পাতিলাম আসনখানি,
ভাবিলাম বস্‌বে তুমি আস্‌বে এখনি,
এখনও বসে আছি, কেন এলে না ॥
কালি যে নীরব রাতে, বলিলে স্বপনেতে,
"আসিব পূজা নিতে, তুমি ভেব না।"
কেন সে মিষ্ট বোলে, আমারে ভুলাইলে,
করিলে কেন ছলনা ॥

(৯২)

"ভক্তের হরি"

ভক্তের লাগি ত্যাগী, ভোগী কত রূপ ধর হরি।
কভু দিগম্বর, কভু পীতাম্বর, বনমালাধারী ॥
কভু সিংহোপরি, কভু শবোপরি, থাক বসি।
আবার বাঁশীর গানে গোপীগণে ডাক হে মুরারি ॥
যেরূপ যে বাসে ভাল, সেইরূপে কর হে আলো,
ঘুচাও মনের কালো, হৃদি আলো করি ॥
সকল কাজে লিপ্ত হ'য়ে, আছ হে সব ছাড়িয়ে,
পার করে দাও অপার নদী, আবার ডুবাও মায়া করি,
রূপ দেখায়ে যেন মোরে, ভুলাইও না হরি ॥

(৯৩)

"পথশ্রান্তা"

আজি বড় শ্রান্ত দেহে, এসেছি নিকটে তোর।
নে মা কোলে, মিষ্ট বোলে, শীতল কর এ অন্তর ॥
কু জনের কটু বোলে, কাতরে তোমারি কোলে,
জুড়াতে যাতনা মাগো, এসেছি তোমারি ঘর।
সবাই দেছে, ফেলে মোরে, তাই এসেছি তোমার ঘরে,
ঘৃণা ক'র না মোরে, তুমি ক'র না মা পর ॥

---

(২৪)

"পতিহারা"

কেন মা দেখ্‌ছি কেন, আজকে মা তোর চোখে জল।
কি পেয়েছ প্রাণে ব্যথা, প্রকাশিয়া বল মাতা,
সাধ্য যদি হয় মা আমার, মুছাইব আঁখি জল ॥
কে সে দারুণ বিধি, কাড়িয়া লয়েছে নিধি,
দেখি গো মা পারি যদি, প্রকাশিয়া নিজ বল।
কি করিলে দুঃখ যাবে, আমারে বল মা তবে,
পারি যদি মুছাইতে, যা আছে মম সম্বল ॥

(২৫)

"বিশ্বরূপ"

কি নামে ডাক্‌ব তোমায়, নামের তোমার অন্ত নাই।
যে নামে যখন ডাকি তখন, তোমার দেখা পাই ॥
কিসে নাই গো তুমি, ভাবিয়া না পাই আমি,
সবে তোমায় দেখ্‌তে পাই ॥
যা আছে সংসারেতে, তোমারি ছায়া তাতে,
তোমা ছাড়া কিছুই নাই ॥
যে দিকে যায় নয়ন, সবি যে তোমার রচন,
যেন গো ঐ নামেতে, মনে প্রাণে মিশে যাই ॥

---

(৯৬)

"অভাগিনী বালা"

দেখ্‌তে যে পারি না আর, কে সাজালে কঠিন হয়ে।
কে হরে নিল সে বেশ, এমন সাজে সাজাইয়ে ॥
তোমারে সাজাব বলে, আমি যে গো আসিয়াছি,
মনের মতন যতন করে, কত ভূষণ আনিয়াছি।
দেখে যে যাইতে নারি, নয়ন জলে যাই ভাসিয়ে।
আর যাব না তোমার কাছে, সাধে বাদ পড়িয়াছে,
যে দিকে যায় গো নয়ন, সেই দিকে যাব চলিয়ে ॥

(৯৭)

"মায়ার খেলা"

কত আর আসা যাওয়া কর্‌ব বারম্বার।
তোমার চরণ কর্‌তে ধারণ, দাও মা অধিকার ॥
যাদের লয়ে পাই মা সুখ, বিয়োগে যে মা অধিক দুঃখ,
সে ব্যথা দিও না মা, বলি বারবার।
তোমার কাছে লও মা ডাকি, চির শান্তি সুখে থাকি,
এদের লয়ে মাখামাখি, করিব না আর ॥

(৯৮)

"ব্যথার পূজা"

তুমি কি আমার পূজা করবে না গ্রহণ।
জীবন ভরিয়া, আমি বাসনা ক'রেছি মনে,
যা আছে দিব তোমারে, লইবে যতনে,
ভেঙ্গ না এ সাধ মম করি নিবেদন॥
তুমিও যদি কর হেলা, আমার এ উপহার,
মরমে মরিয়া যাব, বলিব কাহারে আর।
রাখিব হে মনে মনে, করিব রোদন॥

(৯৯)

"পারের কড়ি"

হল না পারে যাওয়া, পারের কড়ি নাইকো হাতে,
তারা সব গেল চলে, কড়ি এনেছিল সাথে॥
নাবিকের লোভ ভারি, চাহে গো পারের কড়ি,
বলে চলে যাও আজকে প্রাতে।
এস কাল সন্ধ্যাকালে, দেখিব থলি খুলে,
যদি গো কিছু মিলে, লইব ধরে হাতে॥
রহিলাম তাই ত বসে, যদি দয়া করে এসে,
আমারে সঙ্গে নিতে॥

(১০০)

"মনতরী"

আমার এ ক্ষুদ্র তরী, সহিবে না এত ভার।
দিও না বোঝা তুলে, যাবে গো ডুবে জলে,
নিবারি বারম্বার॥
ছোট ছোট ঝড় বাদলে, তরী যে যায় গো হেলে,
প্রবল ও বায়ুর চাপে, যাবে সব বাঁধন খুলে,
দিও না গুরু ভার।
অসার এ কাঠের তরী, আল্‌গা সহে, সয় না ভারী,
বারে বারে তাই নিবারি, কর গো পরিহার॥

(১০১)

"ব্যর্থ মালা"

আজ্‌কে আমার গাঁথা মালা, ভাসাতে হ'ল জলে।
কত যে যতন করে, গেঁথেছিলাম সমাদরে,
তুমি এসে পর্‌বে বলে॥
শুকায়ে যাবে বলে, ভিজায়ে নয়ন জলে, রেখেছিলাম
এতদিন, তাও যে শুকায়ে এল।
আশা বাসনা যত, সকলি মোর ফুরাল ত,
তুমি ত নিলে না মালা গলে॥

নামে করি সমর্পণ, করিব হে নিবেদন,
পরালাম ভাবিয়া মনে, ভাসাব জলে।
ভাবিব হে মনে মনে, দিয়াছি সে শ্রীচরণে,
দেখিব মিশিয়া গেছে, সে জলে, আর আঁখি জলে॥

(১০২)

"অমৃত পরশ"

আজি আকাশে বাতাসে, আসিয়া পরশে,
কি যে সে মধুর গন্ধ।
সে পরশ গুণে, মনের আগুনে, ঢালিল অমৃত ধারা।
পরাণ পাগল হইল গো আজি,
মনে নাহি কোন দ্বন্দ্ব॥
মিটিল পিয়াসা, ছিল গো যে আশা,
পূরিল সকল মম।
হৃদয়ের নিধি মিলিল গো আজি,
নাহি আর কোন সন্দ॥

(১০৩)

"প্রিয় বিরহ"

কেন তবে এসেছিলে।
কেন ভাল বেসেছিলে,
এমনি কাঁদায়ে যদি যাবে গো চলে॥

সেই রূপ স্মরি, স্মরি, জীবনে থাকিব মরি,
এমন কঠিন কেন হলে ॥
শুধালে সাড়া না পাই,
মরমে মরিয়া যাই,
বেদনা চাপিয়া ভাসি, নয়ন জলে ।
কে বুঝিবে, বুঝাইবে,
কে ব্যথার ব্যথী হবে,
কে ভাল বাসিবে বল মধুর বোলে ॥

(১০৪)

"মনের বীণা"

গেল গো গেল, আমার বীণার তার ছিঁড়ে ।
করিলাম কত যতন, রাখিতে জুড়ে ॥
সে বাধা মানিল না, কথা ত শুনিল না,
সুর গেল উড়ে ॥
আবোল তাবোল, কি যে বলে, আপনার সুরে চলে,
কয় না কথা শুধাইলে, আমার সাধে বাদ পড়ে ॥
যে বুলি, বলিতে বলি, না শুনে সে যায় গো চলি,
মিনতি করি কত, চরণে পড়ে ।
মনের কথা মুখে আসে, শোনে না সে যায় গো হেসে,
আমি তখন ফিরে এসে, পড়ি আছাড়ে ॥

(১০৫)

"দেবতা আমার"

ওগো দেবতা আমার।

কুসুম চন্দন করে, দাসী যে দাঁড়ায়ে দ্বারে,
রয়েছে তোমার ॥
কেন অভিমান, শ্রীচরণে স্থান, লইতে এসেছি,
খোল গো দ্বার,
না যদি খুলিবে, নাহি দেখা দিবে,
যাইব বল গো কোথায় আর,
জীবনে মরণে যে দৃঢ় বন্ধনে, বাঁধা আছি প্রভু,
দেখ মনে করে ॥
তুমি ত গো পাইয়াছ, দেব দরশন, আমার দেবতা তুমি,
দাও শ্রীচরণ,
সঁপিয়াছি কায়মন ও পদে তোমার,
তুমি দেবতা আমার ॥

(১০৬)

"ক্ষমা ভিখারী"

দিও না দিও না, ব্যথা মনে।
কত আশা করে তোমারি দুয়ারে, এসেছি আকুল প্রাণে ॥
চাহিলে পাইব জানি চিরদিন, বঞ্চিত হব না জেনে।
কত দয়া তুমি কর গো আমারে, সেই ত সাহসে,
আজি এত দূরে, এসেছি এখানে ॥

কেন নাহি চাও, বদন ফিরাও, কাতর কাঙ্গাল জনে।
অপরাধ যদি, করিয়া থাকি, ও চরণে আজি ক্ষমা গো চাহি,
রাখ রাখ প্রভু, রাখ ও চরণে ॥

(১০৭)

"মুক্ত বন্ধন"

আজ্‌কে সবাই, দাও গো বিদায়,
যাব আমার, ডাক পড়েছে।
চাইলে কিছু, পাবে না আর,
যা ছিল সব ফুরায়েছে ॥
সকলি ত উজাড় করে,
দিয়াছি গো যারে তারে,
আর কি দিবার আছে আমার।
বাকি শুধু এ প্রাণ আছে ॥
আস্‌বে না সে, কোন কাজে,
সে যে গো নিস্তেজ হ'য়েছে,
তারে লয়ে কি আর হবে,
সব কাজে সে ভুল করিছে ॥
চলে যাই আপন দেশে,
সবে বিদায় দাও গো হেসে,
দারুণ বন্ধন পাশে,
বাঁধা ছিলাম, খুলিয়াছে ॥

(১০৮)

"শ্রীপদ সেবা"

পূজিতে গেলাম পদ, কেন গো সরায়ে নিলে ।
যদি না লইবে প্রভু, তবে কেন আশা দিলে ॥
আমি যে প্রাণের আবেগে, আসিলাম এত আগে,
সকলি যে বৃথা হবে, তুমি না নিলে ॥
এত করে যে বনে বনে, তুলিলাম কত যতনে,
এ ফুল চন্দন তুমি দেবে কি ফেলে,
যাব কি ফিরিয়া ঘরে, কাঁদিয়া এমনি,
এত সাধে গেঁথেছিলাম, সাধের মালা,
এযে গো ভিজিয়া গেল, নয়ন জলে ॥

(১০৯)

"পূজার ফুল"

পূজিতে গেলাম চরণ, কেন সরায়ে নিলে
বড় যে বাসনা মনে, পূজিতে চরণ তব,
লও মা এ ফুল মম, কিসে করি অনুভব,
নয়ন মিলিয়া আছি দেখিব বলে ॥

আমার এ ফুল দল, চরণে সাজিবে ভাল,
তাই ত এসেছি লয়ে সাজাব বলে।
রাতুল চরণ তলে, এই রাঙ্গা ফুল দলে,
দেখ মা রেখেছি কত যতনে তুলে॥
দিও না ফিরায়ে মোরে, কত সহি বারে বারে,
এসেছি আজি গো আমি, সাজাব বলে॥

(১১০)

"কাঙ্গালের হরি"

বনের ফুলে নয়ন জলে, ভিজিয়ে মালা গেঁথেছি।
এস, নাথ, পরাই গলে, আশে বসে রয়েছি॥
কত দিনের এ বাসনা, বঞ্চিত যেন কোরো না,
কাঙ্গালে বড় করুণা, লোক মুখে শুনেছি।
সে সাহসে বাঁধি মন,
করি কত অন্বেষণ,
নগরে, কাননে ঘুরে, আজি দেখা পেয়েছি॥

(১১১)

"মধু মিলন"

কার আগমনে আজি, প্রকৃতি সেজেছে হেন।
কার আগমনে আজি, পাখীতে গাহিছে গান॥
নূতন পথিক দুটী মিলিবে বলিয়া তাই।
পুলকিত পিককুল আনন্দে চলিছে গাহি॥

নব বেশে যেন ধরা, সাজিয়াছে মনোহরা,
সকলি সুন্দর দেখি, সবাই আপন হারা ॥
পিককুল কলকল, মুকুলিত তরুদল,
পুর নারীগণ সবে আনন্দেতে উতরোল।
লইয়া বরণ ডালা, আসিতেছে কুলবালা,
নানা ফুলে গাঁথিয়াছে, সুন্দর চিকণ মালা ॥
ফুলের বাঁধনে আজি বাঁধিবে দৃঢ় বাঁধনে,
এ বাঁধন টুটিবে না, কখন গো এ জীবনে।
আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে, সুখে থাক চিরদিন,
কখন না দেখি যেন, ও দুটী মুখ মলিন ॥

(১১২)

"সোনার শৈশব"

আজ্‌কে যে মা পড়ে মনে, শিশুকালের সে সব কথা ;
সেই ছুটাছুটি খেলা, গায়েতে মাখিয়া ধূলা,
কোলেতে লইতে মাগো, করিয়া কত মমতা ॥
কত খাদ্য খাওয়াইতে, কদম তুলে ভুলাইতে,
কাছেতে বসিয়া কত, বলিতে মা উপকথা।
আদর পেয়ে মনের সুখে, বেড়াইতাম দিকে দিকে,
সঙ্গিগণ সঙ্গে সদা ॥

আসিতাম সন্ধ্যাবেলা, ঘুমাতাম মা কি নির্ভয়ে,
তোমার কোলে রাখি মাথা।
এখন কত অনাদরে, আছি মা গো কতদূরে,
কবে যাব তোমার ঘরে, জানিনা মা সে বারতা॥

(১১৩)

"ভাঙ্গা তরী"

স্বর্গের নন্দন বনে ফুটেছিল যে প্রসূন।
করি তারে সঙ্গিহারা, কে তারে আনিল ধরা,
সে কি গো থাকিতে পারে, ছাড়ি তার প্রিয়জন॥
অলক্ষ্যে চলিয়া গেল, বুকেতে বিঁধিল শেল,
চাহিয়া রহিনু শুধু, সেই সে চারু বদন॥
কোথা পাব দেখা তার, আমার বেদনা ভার,
কারে শুনাইব আর, দেখাইব এ রোদন।
কেন এ ছলনা হরি, অপারে দেখায়ে তরী,
মমতা হল না কি গো, করে দিলে নিমগন॥

(১১৪)

"স্নেহময়ী মা"

স্নেহময়ি! জননি! গো, তোমারে ভুলি কেমনে।
কি করুণা মাখা ছিল, তোমার দুটী নয়নে॥
কত ভালবাসিতে মা, সে ভাল আর কেউ বাসেনা,
সে কথা স্মরিয়া সদা, বসিয়া কাঁদি গোপনে॥

বেদনা ব্যথিত প্রাণে, বসিয়া তোমার স্থানে,
কত যে দুঃখের কথা, বলিতাম গোপনে ॥
জুড়াতে মা মিষ্ট বোলে, টানিয়া লইতে কোলে,
মধুর সান্ত্বনা বোলে, জুড়াতে মা এই প্রাণে।
কে তেমন বাসিবে ভাল, সে যে স্নেহ নিরমল,
কে আর রাখিবে বল, তেমন যতনে ॥

(১১৫)

"প্রাণপাখী"

রাখিতে নারিলাম তারে ধরিয়া।
ফাঁকি দিয়া গেছে উড়ে, লোহার শিকল কাটিয়া ॥
শিখেছিল কত বুলি, তুলিত সে বুলি বলি,
এখন কি আর আছে মনে, গিয়াছে সে ভুলিয়া।
সোনার খাঁচা আছে পড়ে, প্রাণের পাখী গেছে উড়ে,
পারি যদি ধরি করে, তাই এসেছি ছুটিয়া।
পাখী এসেছে যেখানে, মন সে সন্ধান জানে,
একবার দেখা পেলে, পরে, লয়ে যাব ধরিয়া ॥
এবার দেখা পেলে তার, রাখিব হৃদি মাঝারে,
ক্ষণেকের তরে আর, দিব না গো ছাড়িয়া ॥

(১১৬)

"মোর বারাণসী"

এই যে আমার বারাণসী
এই যে আমার তীর্থ গো ॥
এই মাটিতেই, মোর দেবতার,
আছে পদধূলি গো ॥
সেই ছবিটী আঁকি মনে,
বাইরে দেখি, চেয়ে গো।
কই যে কথা মনে মনে,
ছায়া পানে চেয়ে গো ॥

(১১৭)

"বাল্য খেলা"

বাল্যের সে দিনগুলি, স্মরণে আসিছে ভাসি।
সেই সঙ্গিগণ মেলা, সেই সে মধুর খেলা,
ক্ষণে অভিমানে কাঁদা, তখনি মিলন হাসি ॥
'আড়ি' দিয়ে সরে যাওয়া, ভালবাসা শোধ পাওয়া,
প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, কত মেশামিশি।
ছোট বড় মনে মনে, ছিল না ত সেই দিনে,
সে খেলা না হলে, কত, কাঁদিতাম বসি বসি ॥

সে দিন আর, এ-জীবনে, পাবনা জেনেছি মনে,
তাই সদা মন আগুনে পুড়ে হলাম ভস্মরাশি।
সে সব পুরান স্মৃতি, প্রাণে আসি নিতি নিতি,
ব্যথা দেয় গো ॥

(১১৮)

"তিরোধান"

সে যে কতদিন হল, কোথা গেলে চলে।
একটী কথাও যে গো যাও নাই বলে ॥
কত যে বরষ মাস, কত দিবানিশি,
কত বার, কত তিথি, কত অমানিশি,
আসে যায় চলে।
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হিম, শরৎ, বসন্ত সকলি চলিয়া যায়,
দুঃখের নাহি অন্ত, মরমে পুড়িয়া সদা, মরিলাম জ্বলে ॥
মনে হয় যাব সেথা, যেথা দেখা পাই।
পথ যে খুঁজিয়া মরি, দেখিতে না পাই,
কেহ যে বলে না, দেখা কোথা পাব গেলে ॥

(১১৯)

"স্বর্গচ্যুত ফুল"

এ ধরার নহে সে যে, ভুল করি এসেছিল।
দুদিনের খেলা খেলি, তাই সে চলিয়া গেল ॥

অমরার ধন, সে যে থাকিবে না এ ধরায়।
জীবন ভরিয়া কাঁদ, আর ত পাবে না তায়॥
আমাদের ভালবাসা তুচ্ছ তাহারি হ'ল।
তাই সে অমর ধামে, না বলি চলিয়া গেল॥

(১২০)

"ভোজ বাজি"

এই জগৎটা সব ভোজের বাজি মন।
কত হচ্ছে বাজি অনুক্ষণ॥
কার কোল করে আলো, পুত্ররূপে নারায়ণ।
আবার কেউ কেঁদে হচ্ছে সারা,
হারিয়ে গেছে প্রাণের ধন॥
জগৎটা সব ভোজের বাজি মন।
ঘরে আছে ক্ষীর, সর, নানাবিধ আয়োজন,
সহ্য হয় না, অজীর্ণতা, অশান্তি তার সর্ব্বক্ষণ॥
কার উদরেতে বড় ক্ষুধা, আহারের নাই আয়োজন,
দিবানিশি কাঁদে বসি, মেলে না তার অর্দ্ধাশন।
কারো পোকায় কাট্‌ছে শাল, দোশালা,
আসবাবেতে ধর্‌ছে ঘুণ,
কেউ একটু বস্ত্র পায়না, কর্‌তে লজ্জা নিবারণ॥

কেহ সবল দেহ সুস্থকায়, করে নানা যানে আরোহণ,
কেহ বিকলাঙ্গ হ'য়ে, কত কষ্টে, করে পর্য্যটন।
এই বাজিকরের কর্ত্তা যিনি, এই বেলা তাঁর লও শরণ,
তবে সুখে রবে, সব ভেল্কিবাজী, ধর গিয়ে শ্রীচরণ॥

(১২১)

"অন্তর্য্যামী"

কেমনে যাইবে বল ছাড়িয়ে।
মনে প্রাণে এ জীবনে রয়েছ যে জড়ায়ে॥
লোহার বাঁধনে বাঁধা, সে বাঁধা করিয়ে দ্বিধা,
কোথা যাবে সরিয়ে।
নিকটে কি দূরে থাক, ক্ষণে ত ছাড়া নহেক,
হৃদি তারে গাঁথা যে সে, দেখিলাম বুঝিয়ে॥
চেয়ে কি ঘুমায়ে থাকি, সদা ও রূপ নিরখি,
রেখেছি সতত ও রূপ, হৃদিপটে আঁকিয়ে।
যা দেখি, তোমারে দেখি, যে দিকে ফিরাই আঁখি,
অনিমিষে চেয়ে থাকি, কোথা যাবে সরিয়ে॥

(১২২)

"অর্ঘ্য"

বহু যতনের এই সঞ্চিত কুসুম রাশি।
ও চরণে দিব বলি, যতনে রেখেছি তুলি,
লও লও অর্ঘ্য মম, ফেলনা বলিয়া বাসি ॥
কমল চরণে ভাল, সাজিবে এ ফুলদল,
বাসনা জাগিছে হৃদে, নিজ হাতে দিব পদে,
ফুলদলে মিশাইয়া নয়নের অশ্রু রাশি ॥

(১২৩)

"জীবন-নাট্য"

ওগো ও নটমণি, তোমার নাটকখানি বাকি কত।
দিবানিশি এমন করে, আর রং মাখিতে পারি নাত ॥
কত সাজে সাজ্‌বো গো আর, সাজ পরিতে বড় যে ভার,
সাজের ভরে দেহ মন, হইয়ে পড়েছে নত।
সখের খেলা তোমার বেলা, আমি যে হয়েছি আলা,
সাজের বোঝা, বয়ে বয়ে, দেহ যে হয়েছে ক্ষত ॥

(১২৪)

"পারিজাত"

স্বর্গের নন্দন বনে যে ফুল ফুটিয়াছিল।
জানি না কি পুণ্য ফলে, ধরাতলে এসেছিল ॥

রাখিয়াছিলাম বুকে, চেয়েছিলাম অনিমিষে,
জানি না কি ভুলে মোর, সে ফুল ঝরিয়া গেল।
বল গো বল আমারে, কোথা গেলে পাব তারে,
চিরদিন কাঁদাবারে কেন গো সে এসেছিল ॥

(১২৫)

"ভক্তিডোর"

ভক্তি ডোরে বাঁধ হরি, তর্ক ক'র না।
তর্কে বাঁধা যায় না হরি, শুধু কল্পনা ॥
সদা বাঁধ ভক্তি ডোরে, ভক্তেতে বাঁধিতে পারে,
হাত বাড়ায়ে বাঁধন লন, এমনি করুণা।
ওগো তর্ক ক'র না ॥

(১২৬)

"পাগল"

মনটি ছিল তার অতি নির্ম্মল,
ছিল না কোনই দৈন্য।
দয়াময় হরি, দিতেন তাহারে,
খাইতে চারিটী অন্ন ॥

কোন সাধ মনে, ছিল না তাহার,
হাসিত কাঁদিত আপনি।
চাহিত না কিছু, কাহার নিকটে,
ঘুরিয়া বেড়াত অমনি॥
জিজ্ঞাসিলে কেহ, বলিত হাসিয়া,
"খুঁজিতে যেতেছি তাঁহারে।
পাইলে আনিয়া দিব তোমাদের,
মরি সদা যার জন্য॥"
এই বলি সে যে, ভাসিত অমনি,
দুইটী আঁখির জলে।
তখন খুঁজিয়া কথা জুটিত না,
বুঝাইব কি ব'লে॥
একদিন আর নাহি পাইলাম,
দেখিতে তাহারি চিহ্ন॥

(১২৭)

"হরিনাম"

কমল চরণ দুটী, দাও দয়াময়।
খরতর এ তুফানে, করিব আশ্রয়॥
গতি নাই তোমা বিনা, জানিয়াছি আমি।
ঘর ত তোমারি কাছে, জানি জগৎস্বামী॥

চরণ ভরসা মম জীবনে মরণে।
ছলনা ক'রনা যেন, সেই সে দুর্দ্দিনে ॥
জগৎ জীবন ওগো, জগৎ আশ্রয়।
ঝটিতি আসিয়া দেখা, দাও দয়াময় ॥
টলিছে যে মন মম, বাঁধ দৃঢ় করি।
ঠিক ত নহি গো আমি, জান তুমি হরি ॥
ডরে প্রাণ কাঁপে মম, ধর মোরে ধর।
তলিয়া যে পড়ি প্রভু, মম গতি কর ॥
পথ যে ভুলিয়া যাই, দেখাও গো পথ।
ফকির হয়েছি হরি, পাব বলে পদ ॥
বড়ই কাতর আজি, লও কাছে করে।
ভয়ে প্রাণ কাঁপিতেছে, লও হাতে ধরে ॥
মঙ্গল মূরতি তব, দেখি যাবে ভয়।
যখনি তোমারে ডাকি, দাও ত আশ্রয় ॥
রতন ধনেতে আর, বাঞ্ছা নাই হরি।
লও ও চরণ তলে, এই ভিক্ষা করি ॥
শমন ভয়েতে ভীত, কাঁপে মম মন।
সয়না যাতনা আর, দাও গো চরণ ॥
সয়েছি বিচ্ছেদ তব, হ'ল বহুদিন।
হরিনাম না করি যে, বৃথা গেল দিন ॥

(১২৮)

"হারানিধি"

হারানিধি ফিরে যদি, জনমে পাব না আর।
তবে কেন অকারণ বহিব এ দেহ ভার॥
হারায়ে জীবন ধনে, কাজ কি আর এ তুচ্ছ প্রাণে।
কেন রহিয়াছে আর॥
কে বলিবে কেন এত, কাঁদিতে হ'ল নিয়ত।
কি পাপে মরমে পুড়ি, হইলাম ছারখার॥

(১২৯)

"প্রাণের বেদনা"

এখন রয়েছি কেন আর।
সুখ-শান্তি ভেঙ্গে গেছে, আছে শুধু হাহাকার॥
সকলে বাসিত ভাল, বাঁচিতে বাসনা ছিল,
সকলি ফুরায়ে গেছে, কেহ ত চাহে না আর।
জানি না তবুও কেন, থাকিতে হবে এখন,
বিধাতার একি বিচার॥
বাধা, প্রতিবাধা নাই, সুঃখে বা দুঃখে কাটাই,
এল গেল কি কাহার।
ক্ষুদ্র মানব আমি, জানিনা জগৎস্বামী
আমার এ জীবনে, কাজ কি আছে তোমার॥

(১৩০)

"উর্ম্মিলার প্রতি লক্ষ্মণ"

বিদায় লইতে প্রিয়ে, এসেছি এবার।
হয় ত এ শেষ দেখা, হৃদয়ে রহিবে আঁকা,
ফিরি যদি আসি, দেখা হইবে আবার ॥
বিজন গহন বনে, চলিনু রামের সনে,
ছবিটী রহিবে মনে, ঐ প্রতিমার।
ফেল না নয়ন জল, হারাব হৃদয় বল,
তব প্রেমে বাঁধা যে গো, লক্ষ্মণ তোমার ॥
আমি চলিনু এবার ॥

(১৩১)

"সীতার বিলাপ"

কি ল'য়ে থাকিব আমি, তুমি যাবে বনবাসে।
রাম বিনা কি আছে সীতার, থাকিব গো কি আশ্বাসে ॥
তুমি রাজা, আমি রাণী, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী।
বনেতে হব সঙ্গিনী, কি সুখ এ গৃহবাসে ॥
আশ্রিতা অধীনা আমি, আশ্রিত পালক তুমি।
সেবিব ও পা দুখানি, থাকিব চরণ পাশে ॥

(১৩২)

"সীতার প্রতি রামের সান্ত্বনা"

(৺গুরুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিরচিত)

যাও হে তব জনক ভবনে, আর কেন প্রিয়ে আমার সনে।
প্রিয়ে হে তব শ্রীমুখনলিন, রবির কিরণে হইবে মলিন ॥
সবে না যাতনা, হরিণ-নয়না, শ্বাপদ সঙ্কুল নিবিড় বনে।
বনের দারুণ কঠিন মাটিতে, পাইবে বেদনা হাঁটিতে হাঁটিতে
তাই বলি যাও, জনক বাটীতে, সুখী হব পুনঃ মিলনে।
তুমি রাজার বনিতা, রাজার সন্ততি, রাজভোগে সদা ছিলে গুণবতী ॥
বন পর্য্যটনে কষ্ট পাবে অতি, নয়নের জল, রবে নয়নে ॥

(১৩৩)

"রামের প্রেম সম্ভাষণ"

উঠ গো হৃদয়রাণি ! থেকোনা আর ধরাতলে।
দেখিতে পারি না, শয়ন এ বৃক্ষতলে ॥
কোমল দেহখানি, শয়ন যোগ্যা নয় অবনী।
হৃদয়েতে পাই বেদনা, তোমার নয়ন জলে ॥
সাধ ছিল তোমা সনে, বসিব রাজ সিংহাসনে।
সুখী হবে প্রজাগণে, বিধি তায় বাদ সাধিল ॥
কি দুঃখ তার বনবাসে, তুমি যার থাকো পাশে।
কি ছার সে রাজ সিংহাসন, যাক্ সে ভাসিয়া জলে ॥

(১৩৪)

"সীতার আক্ষেপ"

হায় ! বিধি এত দুঃখ এ অদৃষ্টে লিখেছিলে ।
নইলে কেন রাজার ছেলে, জন্মাবে এ বৃক্ষ তলে ॥
কত বাদ্য মহোৎসব, করিত আজ প্রজা সব ।
অরণ্যে আজ সব নীরব, হয়েছে দুঃখিনীর ছেলে ॥
অযাচিত ধনদানে তুষিতাম কাঙ্গাল গণে ।
এ আনন্দ শুভদিনে, ভাসিতেছি আঁখি জলে ॥
হবে কি সে শুভদিন, রাজ্যে যাবে রাজার ছেলে ॥

(১৩৫)

"সীতার আহ্বান"

একবার এসে দেখ' প্রভু, হয়েছে অমূল্য ধন ।
একা আমি দেখিয়া ত পরিতৃপ্ত হয়না মন ॥
মনের' এ অন্ধকার, আলো করেছে কুমার ।
দিব হে চরণে তোমার, শীতল হবে দগ্ধ প্রাণ ॥
কত সাধ মনে ছিল, সাধে বাদ কে সাধিল ।
থাকেনা আঁখির জল, দেখে এই শিশু বদন ॥
কাতর হয়েছে প্রাণ, তোমায় দিয়া তোমার ধন ।
হায় ! কবে সুখী হবে প্রাণ ॥

---

(১৩৬)

"রামের মিনতি"

ওগো দেবী, সোণার সীতা, একবার কথা কও গো কও।
তাপিত রামের কাণে সুধা বরষিয়া দাও॥
চেয়ে আছি মুখপানে, সদা আকুল নয়নে,
কথা কি কবে না সীতা, অভাগা রামের সনে॥
জানত সকলি তুমি, কিছু অবিদিত নও,
কঠিন কর্ত্তব্য তরে, হৃদি পিণ্ড ছিন্ন করে,
কাননে পাঠাই তোমায়॥

(১৩৭)

"শেষ যাত্রা"

আজ্‌কে আমায় যেতে হবে, অনেক দূর পথে।
সেথা নাইক ছায়া, নাইক আলো, আছে শুধু আঁধার কালো,
অনাথবন্ধু আছেন সেথায়, বিশাল বক্ষ পেতে॥
সেই বুকে ঠাঁই পেলে পরে, ভাসবনা আর আঁখি লোরে,
চিরশান্তি পাব যে গো, দয়াময়ের সেই শ্রীপদে।
নাই যে সেথা, রাজা কাঙ্গাল, শুনিয়াছি বড় দয়াল,
তাইতে প্রাণ ঢালিয়াছি, ছুটিয়াছি সেই পথে॥

(১৩৮)

"জীবন স্বামী"

ওগো দেবতা আমার।
ভাবিয়াছিলাম মনে, ফিরে আসি, কোন দিনে,
লয়ে যাবে দাসীরে তোমার ॥
ভাঙ্গি গড়ি মনে মনে, চেয়ে থাকি পথ পানে,
আসিতে বিলম্ব নাহি আর।
কত দিন হল গত, শূন্য হেরি যে পথ,
চোখে যে দেখি আঁধার ॥
এ জীবন কাঁদি কাঁদি, যা'বে কি এমনি,
আর কি পাব না দেখা, চরণ দুখানি,
এ দুঃখে কি হব না গো পার।
জীবনে যে বড় ভাল বাসিতে, দাসীরে তুমি,
এখন কেমনে ভুলি, রয়েছ জীবন স্বামী,
জীবনে মরণে পদে, দাসী যে তোমার ॥

(১৩৯)

"হারান রতন"

কি যে সে নয়নে ছিল, কি করুণ ভাষা।
সকলি প্রকাশি দিত যত কাঁদা হাসা ॥

বেদনা লুকায়ে যেত মনের নিভৃত কোণে,
প্রকাশিত সব ব্যথা, তার সে দুটি নয়নে।
নয়নে বলিয়া দিত কি করুণ ভাষা,
কেমনে ভুলিব বল তার ভালবাসা ॥
হৃদয়দর্পণে ভাসে তার সে চাহনি,
ভুলিয়া যে যাই সব, আপনা আপনি।
কোথায় লুকায়ে আছে, সে চোরা নয়ন,
নাহি বুঝি এ জগতে, নাহি গো তেমন ॥
এখন যে যায় প্রাণ, হ'ল কতদিন,
এখন আসে গো মনে দেখিবার আশা ॥

(১৪০)

"নষ্ট নীড়"

ক্ষুদ্র সে যে কুটীর খানি,
ছিল আমার এই কাননে।
আনন্দেতে পূর্ণ ছিল,
পূর্ণ ছিল পরিজনে ॥
সে আনন্দে ছিলাম মগন,
জানি না যে হবে এমন,
কি জানি কার অভিশাপে,
কোথা গেল একদিনে।

সেই দিনেতে গেলাম চলে,
দূর দূর দেশান্তরে,
আজ্‌কে ফিরে এলাম আবার,
সেই স্মৃতিটি লয়ে মনে ॥
সে দিন কোথা গেল ভেসে,
আজও যে গো মনে আসে,
কি যেন মাখান ছিল তাদের সে বদনে।
আর কি পাইব দেখা আমার এ জীবনে ॥

(১৪১)

"প্রাণের অঞ্জলি"

কথা গেঁথে গেঁথে, ভাব প্রকাশিতে, করিলাম কত সাধনা।
ঘন অন্ধকারে, মনের বিকারে, প্রকাশিয়া বলা হ'ল না,
মনোময় হরি এস দয়া করি, তব পদ করি বন্দনা ॥
নাহি গঙ্গাজল, তুলসীর দল, প্রাণের অঞ্জলি কর গ্রহণ,
হেলায় ফেলিয়া দিওনা।
ছোট বড় আদি, নাহি ত বিচার, করগো গ্রহণ তুমি নির্ব্বিকার,
তুমি পূর্ণ কর, মনের বাসনা ॥

(১৪২)

"প্রিয়মুখ"

কি সুধা ঝরিত মরি, তার সেই বদনে।
যদি সে কহিত কথা, ভুলিতাম সব ব্যথা,
কে আমি কোথায় আছি, থাকিত না কিছু মনে ॥
বড়ই সে ফাঁকি দিয়া, লুকায়ে গেছে চলিয়া,
পাই যদি একবার, লুকায়ে রাখি গোপনে।
রাখিব বুকের মাঝে, যাব না আর কোন কাজে,
সে বড় ফাঁকি দিয়াছে, বেজেছে বড় পরাণে ॥

(১৪৩)

"ভগ্নহৃদয়"

এত যে যতনে বাঁধিলাম ঘর,
সে ঘর ভাঙ্গিয়া গেল।
স্বপনের রাজা, ঘুম ভাঙ্গি দেখি,
সেই সে তরুর তল ॥
কত আশা হৃদে, পোষণ করিয়ে,
ছিলাম দিবস যামি,
নিশা অবসানে, সুখ অবসান,
ভগ্ন হৃদয় আমি ॥

(১৪৪)

"মনের পরশ"

আপনার মনে, বসি নিরজনে, করিলাম কত সাধনা।
মনোভাব গুলি প্রকাশিয়া বলি, সে শকতি কভু হ'ল না॥
লিখিয়া ত' খাতা ভরি গেল, যা বলিতে গেলাম, কৈ বলা হল ?
কি যে লিখে যাই নিজেই বুঝি না।
লিখে সুখ পাই, তাই লিখে যাই,
ভুলে যাই পুনঃ, মনে যে থাকে না॥
কথার বাঁধনে যায় না কামনা,
মনে মনে বলি, কিছু চাহিব না,
কত পাই তবু, সাধ মেটে না।
মনে করি বসি, ভাবি নারায়ণে,
কত যে মূরতি দেখি এ নয়নে,
কোনরূপ যে গো ধরিতে পারি না॥
সর্ব্ব শক্তিময়, দাও সে শকতি,
তব পদে যেন, থাকে গো এ মতি,
নানাদিকে মন ছোটেনা॥

(১৪৫)

"খেলাঘর"

বড় সাধে সংসারেতে, পেতেছিলাম খেলাঘর।
খেলা সাঙ্গ না হইতে, ভেঙ্গে গেল খেলাঘর,
ভেবেছিলাম কি সুন্দর, খেলনা সব মনোহর॥

ধূলিতে গেল মিশায়ে, হল জন্মে জন্মান্তর।
কত যে যতন করে, সাজালাম থরে থরে,
রাখিতে নারিলাম ধরে, হয়ে গেল হস্তান্তর ॥
বাঁধিলে বাঁধা মানে না, আমারে ত' কেউ মানে না,
বলিলে কথা শোনে না, হয় যে শুধু কথান্তর।
তাই থাকি নীরবে বসে, নয়নজলে যাই গো ভেসে,
দেখে সবে যায় গো হেসে বলে "পাগল, সর, সর" ॥
কেন এ ছলনা হরি, সুখ পাও কি এমন করি,
দেখনা বিচার করি, পোড়ে যে মম অন্তর ॥

(১৪৬)

"স্নেহময়ী জননী"

স্নেহময়ী মা, কোথা গেলে আজ, ধরা আঁধার করে।
তোমার বিহনে মাগো, কেমনে রব সংসারে ॥
কোমল সে পরশন, তেমন মিষ্ট বচন,
আর কে দেবে মা মোরে।
রোগেতে শিয়রে বসি, কে কাটাবে জাগি নিশি,
কোলে তুলে কে ঘুচাবে, বেদনা যত অন্তরে ॥
ভয় ঘুচাবে কাছে ডাকি, শত দোষ লবে ঢাকি,
ক্ষুধাতে দেবে মা খেতে উদর-পূরে।
আর কি মা আসিবে না, সে ভাল আর বাসিবে না,
সন্ধ্যাকালে কোলে তুলে, আর কি নেবেনা মোরে ॥

(১৪৭)

"মানস তীর্থ"

যাব না আর তীর্থ বাসে,
সকল তীর্থ এইখানে, এই মনে।
গয়া, গঙ্গা, বারাণসী আমার
শ্যামা মায়ের চরণে ॥
মা আমার অন্তরে রাজে,
দেখি মাকে সকল কাজে,
মা, আমার উদয় সদা, হয় মনে।
ডাক্‌লে মা কাছে আসিয়ে,
বসে আমায় কোলে লয়ে,
বেদনা মুছায়, মা যে যতনে।
করিব না বৃথা ভ্রমণ,
থাকিব ধরিয়া চরণ,
মা আমার, লইবে ডাকি যেই দিনে ॥

(১৪৮)

"দয়া ভিক্ষা"

বড় যে নিঝুম রাত্তি, নাই মা বাতি,
একলা যেতে ভয় করে।
তোমার ঐ ক্ষণিক আলোয়, পথ চেনা যায়,
দেখাও মাগো যাই ঘরে ॥

নইলে এই পথের মাঝে, এমন সাঁঝে কে দিবে আলো,
ডাক্‌বো কারে ।
কাঙ্গালে এমন দয়া, মহামায়া তুমি বিনা
আর কে করে ॥
বেরিয়েছি মা সেই সাহসে, হাতে ধরে লও মা এসে,
মাগো থাক্‌বো না আর ভাঙ্গা ঘরে ॥

(১৪৯)

"অনাঘ্রাত ফুল"

সে যে স্বরগের ফুল, গিয়েছে স্বরগে চলে ।
না পশিতে কোন কীট, অনাঘ্রাত সেই ফুলে ॥
দেবপদচ্যুত হয়ে, এসেছিল এ ধরায়,
আবার চলিয়া গেল, তার সেই অমরায় ।
ভাল লাগিল না তার, আমাদের ভালবাসা,
অমর বাঞ্ছিত ধন, গেছে সেই পদতলে ॥
বুঝেও বোঝে না মন, কাঁদে যেরে অনুক্ষণ,
কেমনে রয়েছ সেথা, গেছ কি মোদের ভুলে ॥

(১৫০)

"জন্মভূমি দর্শন"

এসেছি জনম ভূমি, লইতে বিদায় ।
জানি না আর কতদিন, থাকিব মা এ ধরায় ॥

বড় ব্যথা বুকে ক'রে, এসেছি, মা আশা ক'রে,
তব ধূলা মাখি যদি, এ জ্বালা জুড়ায়।
তোমারে স্মরণ করে, আজি বহুদিন পরে,
এসেছি মা লইতে বিদায়॥

(১৫১)

"বৈষম্য"

বাজিছে বাজনা রাজ প্রাসাদে।
কুটীরে কাঙ্গাল কাঁদে, কি করুণ বিষাদে॥
জিনি লয়ে রাজ্যধন, আনন্দে সবে মগন,
নাচিছে নর্ত্তকীগণ, ফেলি চরণ, তালে তালে,
কাঁদিছে দরিদ্রগণ, নাহি বস্ত্র, নাহি অন্ন,
বিষাদে হয়ে মগন, ভাসিছে নয়ন জলে,
একি বিধির বিধি, জানি না, বুঝি না মনে,
কেন হেন দেখি সদা, শুধাই আপন মনে,
পাই না উত্তর, মন কাঁদে গো সদা বিষাদে॥

(১৫২)

"গিরিরাজ"

নিশিতে নিস্তব্ধ কিবা, থাক ওহে গিরিবর।
কেবল মাঝে মাঝে, ঝিঁঝিঁ পোকা দিতেছে উত্তর॥

কি প্রভাত সময়ে, প্রকৃতি সুন্দরী লয়ে,
কত খেলা খেলাও হে ভূধর।
থাকিয়া তোমার কোলে, মনে হয় পড়ি জলে,
ক্ষণ পরে, দেখি পুনঃ, বৃক্ষ আর পাথর॥

(১৫৩)

"মাতৃহারা"

আমার মা বলা সাধ না মিটিতে, মা কোথা চলিয়া গেলে।
আমারে ছাড়িয়া আজ, কোন ভাগ্যবানের মা হইলে॥
দেবতারূপিনী তুমি, বড়ই অধম আমি।
মনেতে জানিয়া তবে, গর্ভে কেন ধ'রে ছিলে॥
এত স্নেহ দেখাইয়া, শেষে কেন কাঁদাইলে।
না জ্বলিতে দীপাবলি, কেন গো নিবাইলে॥

(১৫৪)

"নির্ব্বেদ"

আর কেন গো মহামায়া, রাখিয়াছ এ সংসারে।
বিবাদ এখন দেহ মনে, ঐক্য নাই মা পরস্পরে॥
সবল ইন্দ্রিয় যত, ক্রমে হ'ল বলহত,
হয়ে পরের অনুগত, থাকিতে প্রাণ কেমন করে।
শুন গো মা ভবরাণি! ধ'রি রাঙ্গা পা দুখানি
আমায় ল'য়ে চল মা সঙ্গে ক'রে॥

(১৫৫)

"আশার ছলনা"

আশা মরীচিকা ভ্রমে, ভুল'না ভুল'না মন।
জীবনের সাধ হায় মেটেনা কখন॥
যাঁর দরশন আশে, আছ দিবানিশি বসে।
তবুও তোমারে দেখা, দিল না সে জন॥
দিন গেল আসার আশে, নিশি গেল জাগরণে।
জানিনা ত কি সাধনে পাব দরশন॥

(১৫৬)

"হৃদয় বেদনা"

মাগো বাজে নাকি তোমার প্রাণে, সন্তানের হাহাকার।
অন্নাভাবে শীর্ণদেহ দেখ মা কঙ্কাল সার॥
চাহ করুণা নয়নে, অন্নদিয়া বাঁচাও প্রাণে।
ভুলে যাও মা অত্যাচার॥
নাম ল'য়ে জগন্মাতা, কেন এত দাও মা ব্যথা।
অজ্ঞান সন্তানগণে, মেরনা, মেরনা মা আর॥

(১৫৭)

"বাসনা"

হরিপদ সার কর মন, বিনাশি বাসনা রাশি।
কেন আর মায়ার বাঁধন, বাঁধরে মন দিবানিশি॥
মায়ার পুতলী যত, মায়া বাড়ায় অবিরত।
বাঁধি এ মহা বাঁধনে হাসেগো বিদ্রুপের হাসি॥

একি খেলা খেলাও প্রভু, বুঝিতে না পারি কভু।
অসারকে সার ভাবিয়া, আনন্দ সলিলে ভাসি ॥
থাকেনা ধনজন, কেন এত আকিঞ্চন।
বল গো শ্রীমধুসূদন, কেন এত ছলনা রাশি ॥

(১৫৮)

"শৈশব"

মধুমাখা শিশুকাল, ফিরে কি পাইব আর।
সাধ হয় ছুটে গিয়ে, শীতল কোলে বসি মার ॥
এত দয়া, এত স্নেহ, আর ত করেনা কেহ।
সরলতা মাখা চোখে, কেহ ত চাহেনা আর ॥
কত দিন ঘুম ঘোরে, দেখেছি গো মা তোমারে।
যেন এসে কোলে ক'রে বসেছ গো মা আমার ॥
সেই নিদ্রা ভেঙ্গে গেলে, ভেসে যাই মা আঁখি জলে
নিজের অঞ্চলে মাগো, কে মুছাবে অশ্রুধার ॥

(১৫৯)

"মায়াময় সংসার"

(রচয়িত্রীর স্বর্গগত স্বামী মহাশয় বিরচিত)

হরি আমায় সঙ্গে, লও তোমার।
আমি তোমায় ছেড়ে, আঁধার ঝোড়ে ঘুরব কত আর ॥

হরি আমায়, সঙ্গে লও তোমার।
আমি এই চোদ্দ পোয়া খাঁচার ভিতর, থাকব নাক আর ॥
দেখলাম বুঝে সুঝে, ভাল ক'রে, কসে মেজে।
এ খাঁচার নাইক কিছু সার ॥
এ খাঁচার নাইক কিছু সার।
এ খাঁচায় ঢুক্‌লে একবার, বেরোন হয় ভার।
এ খাঁচার গুণ চমৎকার ॥
যদি কেউ ছটকে পড়ে, তেড়ে ফুঁড়ে,খাঁচায় ঢুকে পুনর্ব্বার।
হরি আমায় সঙ্গে লও তোমার ॥
এ সব ভোজের বাজী, সব কারসাজি।
বুঝে উঠে সাধ্য কার, হরি আমায় সঙ্গে লও তোমার ॥

(১৬০)

"নারায়ণ দরশন"

বিচারে পাবে না কভু নারায়ণ দরশন।
সাঙ্খ্যেতে না হয় সংখ্যা, দর্শনে পেলেম না দেখা ॥
বেদ বেদান্ত খুঁজে মরি, মেলেনা ত মনের মতন।
তন্ত্রে নানা মতভেদ, তাতেও মেটেনা খেদ ॥
তাই বলি ভজ সদা, অবিচারে অনুক্ষণ।
প্রেম ভক্তি ঢেলে দাও, পাইবে তাঁর দরশন ॥

---

(১৬১)

"শান্তি"

কেন গো আনন্দময়ি, কেন কাঁদালি জননী।
কি পাপে এ তাপ মোরে, দিলি গো তাই বল্ শুনি ॥
দিবানিশি জ্বলে মরি, দাও গো মা শান্তি বারি।
যাই মা জ্বালা পাশরি, বল'মা মধুরবাণী ॥
মাগো, কর্ম্মফলের ফলভোগী, কেন মা তোমারে দূষি।
নিজ দোষে মরি গো মা, কেন ভুলে যাই জননী ॥
বড় জ্বালায় জ্বলে মরি, কি করিতে কি যে করি।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী ! ওগো ত্রিলোক জননী ॥
মা হ'য়ে নিদয়া কেন, হবে গো, বল তারিণী।
অধম অজ্ঞান আমি, জ্ঞান দে জ্ঞান-রূপিনী ॥
যাক্ মা মনের আঁধার, প্রাণে শান্তি দে গো জননী ॥

(১৬২)

"মর্ম্মব্যথা"

যা'র হৃদয় কন্দরে সদাই অগ্নি জ্বলে।
তার জুড়াবার স্থান নাহি ভূমণ্ডলে ॥
সাগর সলিলে, গিরিশিখরে, অনিলে
কোথাও তাহার শান্তি নাহি মিলে ॥
শান্তি পায় এই জগৎ ছাড়িলে, জগজ্জননী-কোলে ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগীতায়
বর্দ্ধমানে পঞ্চম বঙ্গীয়—
গ্রন্থাগার সম্মিলন।

স্থান—বর্দ্ধমান রাজ-কলেজ।

কার্য্যক্রম ঃ—শনিবার ৯ই অগ্রহায়ণ ইং ২৫শে নভেম্বর

বৈকালে সাড়ে চারিটায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীউদয়চাঁদ মহতাব কর্ত্তৃক সম্মিলনের উদ্বোধন প্রাথমিক অধিবেশন ও গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা। রাত্রি ৮ ঘটিকায় আনন্দোৎসব।

তৎপর দিবস—রবিবার বেলা ১০টায় শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বৈঠক। রবি বাসরের সদস্যগণ ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ আলোচনায় যোগদান করিবেন। বেলা সাড়ে এগারটায় শেষ অধিবেশন।

বর্দ্ধমান জেলার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের সম্মিলনের সাফল্যের জন্য সহযোগীতা প্রার্থনা করা যাইতেছে।

প্রবেশ দক্ষিণাঃ—অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য দুই টাকা, প্রতিনিধি দুই টাকা, সাধারণ দর্শক এক টাকা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত।
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

শ্রীপ্রমথনাথ দে,
শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি